RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in -এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩৩ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ এপ্রিল - ২৫ এপ্রিল, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 29, Issue: 33, Cooch Behar, Friday, 12 April - 25 April, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

৪ মার্চ কোচবিহারে হয়েছে মহারণ। দুই দলের দুই প্রধান সেনাপতি হাজির হয়েছিলেন জেলায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করেন মাথাভাঙার গুমানীরহাট স্কুলের মাঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভা করেছিলেন কোচবিহার রাসমেলার মাঠে। কি বললেন দু'জন

কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার গুমানিরহাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস

সব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস আছে শুধু আমাদেরই ছিল না। তাই আমরা পয়লা বৈশাখকে বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালন করব। এটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলায় শান্তি বজায় থাকুক সেই প্রার্থনা করি।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বিভিন্ন জায়গায় টর্নেডোর মত ঝড়ে চারজন প্রাণ হারিয়েছেন, ১৫৬ জন আহত হয়েছেন। আমি অনুমতি নিয়ে এসেছি এরপর রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়েছি। হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছি। জলপাইগুড়ি প্রশাসন ডাক্তার সিস্টার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় অনেকের প্রাণ বেঁচেছে। আলিপুরদুয়ারেও গিয়েছি। কোচবিহার লাগোয়া সেই এলাকায় গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলেছি। নির্বাচনের সময় এমন সময় নির্বাচন হয় আমাদের যা আমাদের দুর্ভাগ্য। এই সময় আকাশে রোদ থাকে ভীষণ বেশি। গরম থাকে বেশি। ঝড় থাকে বেশি। পানীয় জলের সমস্যা থাকে বেশি। বাংলা প্রকৃতি মাতার রাজ্য। অনেক নদী পাহাড় সমুদ্র আছে। বাংলায় ও বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সাইক্লোন হয়।

যার বিয়ে তিনি নিজে পুরোহিত

বিজেপি নির্বাচন বিধি মানে না। কারণ ওটা ওদের নিজেদের ঘরবাড়ি। এটা কেন্দ্রের নির্বাচন। যার বিয়ে তিনি নিজে পুরোহিত। অর্থাৎ ওদিকে কেউ তাকিয়ে দেখে না। ওরা মারলেও দোষ নাই। এরেস্ট করলেও দোষ নয়। এজেন্সিকে দিয়ে নির্বাচন করাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দাও। এজেন্সি থেকে মুক্তি পাও। আমি বলি যার বিরুদ্ধে এজেন্সি করবে তো করুক কেউ মাথা নত করবেন না কারণ এদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

শীতলকুচির গুলিকান্ড

শীতলকুচিতে গুলি করে পাঁচজনকে মেরেছিল লাইনে ভুলে গেছেন? তার মধ্যে চারজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আরেকজন রাজবংশী ভাই ছিল। আমি নির্বাচন চলাকালীন ছুটে এসেছিলাম পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে লোকটির নির্দেশে হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সরকারের দুটি ডিপি চলছে। ভিজিলেন্স ক্লিয়ার হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের সরকার তাকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছে। কোন আইন-কানুন কিছু মানে না। তিনি আবার বীরভূমে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। শীতলকুচিতে গুলি চালিয়ে এত মানুষ মেরে হাতের রক্ত মোছেনি। এখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে বীরভূমে। আমার কোন অধিকার নেই আমি একটা পার্টির দালালি করে মানুষের প্রাণ কেড়ে নেব। দুইটা ডিপি কেস আছে। ভিজিলেন্স কেস আছে। আমরা স্টেট গভমেন্ট থেকে অবজেকশন জানানো সত্বেও আমি জানিনা কেন্দ্র সরকার কোন সংবিধান মানে কিনা। কোনো আইন মানে কি না। ওদের একটাই আইন ওয়ান নেশন ওয়ান পলিটিকাল পার্টি। আর নির্বাচন এলেই ভাওতা দেওয়া ও মিথ্যে কথা বলা। ছলনা করা।

কুমিরের অশ্রু

আজকে একটা মিটিং করতে আসবে বাবুরা। দেখবেন কত কাঁদবে। কত কুমিরের অশ্রু ঝড়বে। জিজ্ঞেস করুন আমরা যে ১১ লক্ষ বাড়ির তালিকা দিয়েছিলাম, তিন বছর ধরে তোমরা আবাস যোজনার টাকা দাও না। রাস্তাঘাটের টাকা দাও না। একশো দিনের কাজের টাকা দেওনা। কেন আমরা কি খারাপ করেছিলাম? ১০০ দিনের কাজে বাংলা ভারতবর্ষে প্রথম ছিল। আবাস যোজনা ও রাস্তার কাছে বাংলা প্রথম ছিল।

আবাস প্রসঙ্গে

নির্বাচনের সময় বিজেপি পার্টি অফিস থেকে ফোন করে বলছে ১১ লক্ষ লোকের ডাটা আমরা দিয়েছি। ওদের আবাস পাওয়া দরকার ওদের মাটির বাড়ি। সেই নাম্বার থেকে ফোন নাম্বার নিচ্ছে। বিজেপি কল সেন্টার থেকে ফোন করে বলছে আপকা ঘর চাহিয়ে না, আপ ফির এপ্লাই করো। কেন করবেন? আপনার তো দরখাস্ত করা আছে। আমাদের সরকার বাজেটে বলে দিয়েছে মে মাসের পরে আমরাই করে দেব। আমরা কারোর দয়া চাই না, কারো ভিক্ষা চাই না।

পাঁচ হাজার বাড়ি

এই যে ক্ষতি হয়েছে পাঁচ হাজার বাড়ি তা আমরাই করে দেব। শুধু নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ এটাকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। মানুষগুলো রাস্তায় স্কুলে পড়ে আছে। প্রশাসন তাদের মত টাকাটা দিতে পারলে তাদের বাড়িগুলি হয়ে যাবে। আমরা বাড়িগুলি করে দেবো এটা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। এটা প্রশাসন করবে কেন আটকে রেখেছেন? বিজেপি বলবে তারপরে ছাড়বেন? একশো দিনের টাকা তিন বছর কাজ করেও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। আমি বলেছিলাম টাকা দিয়ে দিব টাকা পেয়েছেন কি পাননি, ৫৯ লক্ষ লোককে টাকা দেওয়া হয়েছে ১০০ দিনের কাজে। এক কোটির বেশি মহিলার বাড়িতে লক্ষীর ভান্ডারের বাড়তি টাকা পৌঁছে গেছে। নিজেরা চেক করে নেবেন। ৬০ বছরের বেশি যারা তারাও লক্ষীর ভান্ডার ২ পাবেন। স্কুটিনি হয়েছে আরো ছয় লক্ষ মহিলা পাবেন এই সুবিধা। গ্রাম বাংলা ছেলে মেয়েরা যাতে স্মার্টফোন দেখে পড়াশোনা করতে পারে তাই ১১ ক্লাসে স্মার্টফোন দেওয়া হবে।

চা বাগান

যাদের চা বাগানে পাঁচ বিঘা পর্যন্ত জায়গা চায়ের পাতা চাষ করে ওটাও কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পড়ে। ২০১৫ সালে কেন্দ্র সরকার নোটিফিকেশন করে সব বন্ধ করেছিল। এতদিন চুপচাপ ছিল। গত তিন চার দিন আগে নোটিশ দিয়েছে টি বোর্ড গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আর ওদের ফুড সেফটি ওখানে কিছু রোগ হচ্ছে তাই সব বন্ধ। ভোটের সময় ১০ লক্ষ লোকের রুটি রোজগার বন্ধ করে দেবে এটা আমরা মানবো না। আমি মানুষের অধিকার কেড়ে নিই না।

উন্নয়নের তালিকা

কোচবিহারে কজন আসতো? কটা রাজনৈতিক নেতা আসতো? জলপাইগুড়ি যোগিঘোপা কে করে গেছে আমি করেছি। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার রেলস্টেশন আমি করেছি। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, চিলারায়ের মূর্তি, রাজবংশী ভাষা একাডেমি আমি করেছি। নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান করেছি। পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনের ছুটি কে দেয় আমরা দেই। কোনটা হয়নি? বাণেশ্বর মন্দির, শিবযজ্ঞ মন্দির, মদনমোহন মন্দির আমি গিয়েছি। ২০০ রাজবংশী স্কুল করেছি। আলিপুরদুয়ারে সাদরি ভাষায় স্কুল করব। কোচবিহার বিমানবন্দর আমরা করেছি।

নিশীথ প্রামাণিক প্রসঙ্গে

আপনাদের একজন বাবু যার বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, আমাদের দলে ও ছিল আপদ, আজ বিজেপির হয়েছে সম্পদ। শুধু গুন্ডামি করে বেড়ায়। আমি শুনেছি সেন্ট্রাল গভমেন্টের পুলিশের টুপিও পড়ে। আমি ভিডিওটা চেয়ে পাঠিয়েছি। চার-পাঁচ গাড়ি পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কদিন আগে উদয়ন গুহর গাড়িতে অ্যাটাক করেছিল। আসামের সাথেও কানেকশন। বাবু আমি কি বলবো কি কি কেস আছে। আমি সব নথি দিয়ে দেবো লোকাল লিডারদের কাছে। তিনি আজকে নাকি স্বরাষ্ট্র হোম মিনিস্টার এটা লজ্জার। গণতন্ত্র কলঙ্কিত হয়েছে। আর রাজবংশী লোক ছিল না? ভালো লোক আর ছিল না। হিরের টুকরো আমাদের প্রার্থী দেখুন। জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া মাটির মানুষ একটা হিরে। কথা কম বলে কাজ বেশি করে। আর ওদের প্রার্থী অমাবস্যার কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে।

এজেন্সি নিয়ে

সব এজেন্সি কি কাজে লাগানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের অফিসারদের ট্রান্সফার করা হচ্ছে। আর তোমাদের যা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি এনআইএন নামে সিবিআই-এর নামে ইনকাম ট্যাক্স-এর নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে? তাদের ক'জনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে জানতে চাই। বাংলা আমি সামলে নেব আমি থাকাকালীন ওদের

ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেওয়া।

সিএএ মাছের মাথা

ভোটের আগে ক্যা ক্যা করছে। মনে রাখবে ক্যা হচ্ছে মাছের মাথা, লেজা হচ্ছে এনআরসি। মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। যখনই আপনি নাম লেখালেন তখন আপনি বাংলাদেশি হয়ে যাবেন। তখন আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না ভোটাধিকার থাকবে না। এটা ভালোও না খারাপ বুঝে নিন। অসমে এখনো ডিটেনশন ক্যাম্প আছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হবে। সিএএ হবে না। এনআরসি হবে না। নিশ্চিতে থাকুন। সুখের দিনে আমি কুহু কুহু ডাকি না। দু:খে পাশে থাকি।

প্রধানমন্ত্রীর ছবি

রেশন দোকানে রেশন যাবে তা তো প্রধানমন্ত্রীর ছবি। বিজেপির লোগো থাকবে। (শালা) না খেতে পেয়ে মরে যাবো। তবু ওর মধ্যে যাবো না। দু:খিত আমি ভদ্র ভাষায় কথা বলি।

গ্যাসের দাম

ওহে নন্দ লাল বারোশো টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল। নির্বাচনের আগে ২০০ টাকা দাম কমিয়েছে কিন্তু ভোটের পরে দুই হাজার টাকা দাম বাড়াবে। তখন কি করবেন কেরোসিন বন্ধ চিনি বন্ধ। শুধু নিজে নাটক করে বেড়ায়।

প্রসঙ্গে বিএসএফ

বিএসএফ নিয়ে নিয়ে বিজেপি প্রার্থী এলাকায় গিয়ে ভয় দেখালে মেয়েরা থানায় ডায়েরি করবেন। নিশ্চিন্তে থাকবেন আমি দেখে নেব। কোন পুলিশ স্টেশন ডাইরি নিতে অস্বীকার করলে আমায় লিখিতভাবে জানাবেন। উত্তরবঙ্গে আমার একটা দপ্তর আছে। অভিযোগ যে কোন ভাবেই নেওয়া যেতে পারে। ইমেইল বা চিঠি পোস্টের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। আমি আরো তিনদিন কোচবিহার আসবো। একটা ঘটনা ঘটেছে চারদিন থেকে উত্তরবঙ্গে আছি।

ইকোনমিক করিডর

শিল্পের জন্য পানাগড় কোচবিহারের মধ্যে ইকোনমিক করিডোর হবে। পরিযায়ী শ্রমিকরা যদি ভোট না দেন তাহলে লিস্টে নাম কাটা যাবে। ২৮ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের তালিকা তৈরি হয়েছে। তাদের কোন সমস্যা হলে আমরা যোগাযোগ করি। তাদের সব রকম সরকারি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

কেউটে-বিজেপি

কেউটে সাপ পোষ মানলেও না বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। একটি মুসলিম পার্টি আছে যার কাজ সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করা। ওই চক্রান্তে জড়াবেন না। নির্বাচনের আগের দিন টাকা দেবে। ওসব পাপের টাকা আমি হলে নেব না।

ইন্ডিয়া জোট

ইন্ডিয়া জোটের নাম আমার দেওয়া। বাংলায় কোন জোট হয়নি। দিল্লির সাথে হয়েছে ওটার নাম আমার দেওয়া।

হাত-তুলে

মহিলারা হাত তুলে বলুন ভোট দেবেন তো? কয়লা ধুলে যায় না ময়লা ধুলে যায় না। দাগ দুটোই থাকবে। পাঁচ বছর ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে নিজের উন্নয়ন করেছেন। কুড়ি-ত্রিশটা গাড়ি নিয়ে ঘুরেছেন। রাজা জমিদারদের মত থেকেছেন। কোচবিহারে মানুষের জন্য একটা কাজও করেননি।

রাজবংশী বলতে পারি

বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস আর না। লিখে নিয়ে এসে টেলিপ্রিন্টারে পড়ে চার লাইন বাংলা বলছে। ভাববেন চার লাইন বাংলা বলছে। সুন্দর বাংলা কয়। লেখা দেখে পড়ে। আমেরিকায় এ সিস্টেম চালু আছে। এসে বলবে কোচবিহার রাজার জয়, পঞ্চানন বর্মার জয়। কত কথা বলবে। আসলে সবটাই দেখে বলে। আমায় যদি গুজরাটি বলতে আমি বলে দেব। আমি রাজবংশী ভাষাও বলতে পারি।

হতে পারে কারচুপি

সকলকে একমাসে ভোট বাক্সে পাহারা দিতে হবে বিজেপি লোডশেডিং করিয়ে কারচুপি করতে পারে।

কোচবিহার রাসমেলার মাঠে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

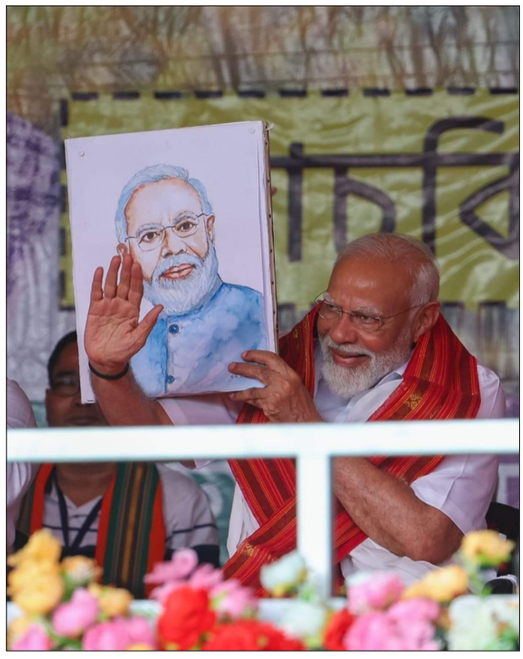

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

মদনমোহনকে প্রণাম

মদনমোহন ও বড়দেবীকে শ্রদ্ধা জানাই। কোচবিহারের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার থেকেও বড় সংখ্যায় আপনারা এসেছেন। মায়েরা-বোনেরা-মেয়েরা বিশাল সংখ্যায় আমাদের আশীর্বাদ দিতে এসেছেন। হেলিকপ্টার থেকে যখন আসছিলাম, পুরো রাস্তা জুড়ে এত মানুষের জমায়েত ছিল যে আপনাদের ভালোবাসা আমি নতমস্তকে স্বীকার করি।

মমতাকে ধন্যবাদ

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ ২০১৯ সালে এই মাঠেই সভা করতে এসেছিলাম। উনি একটি বড় মঞ্চ তৈরি করে মাঠটিকে ছোট করে দিয়েছিলেন। যাতে মানুষ মোদীর বক্তব্য শুনতে না পারে। আমি ওইদিন বলেছিলাম, দিদি আপনি এটা ঠিক করেননি। জনগণ আপনাকে জবাব দেবে। আপনারা (জনগণ) জবাব দিয়েছেনও। কিন্তু আজকে উনি সেরকম কিছু করেননি। আপনাদের সবাইকে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। আমার জীবন পূর্ণ হল। কোনও বাঁধা না দেওয়ার জন্য বাংলা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

মহারাজার স্বপ্নপূরণের ডাক

মহারাজা নরনারায়ণ, বীর চিলা রায়, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মতো মণীষীদের স্বপ্নপূরণ করার সময় এটা। যখন ভোট দিতে যাবেন, তখন এই কথা মনে রাখবেন।

দেশের ভোট

এটা দেশের ভোট। গোটা বিশ্বে দেশকে তৃতীয় আর্থিক শক্তিশালী করে তোলার ভোট। এ জন্য দিল্লিতে কোনও কমজোর সরকার নয়। স্থির এবং মজবুত সরকার দরকার। আপনারা বলুন দেশকে তৃতীয় আর্থিক শক্তিশালী করতে চান কি চান না? মজবুত সরকার চাই কি চাই না? মোদী মজবুত সরকার দেয় কি দেয় না? আবারও দেবে কি দেবে না? দেশে মজবুত সরকার বানাতে হবে। কাজ করার সরকার বানাতে হবে। স্বাধীনতার পরে কয়েক দশক দেশবাসী শুধু কংগ্রেস সরকারকে দেখেছে। দেশ বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার দেখেছে। মোদী অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো নেতা। আমি বিনম্রতার সঙ্গে বলি মোদী ভারতবর্ষের একজন ছোট সেবক মাত্র। মোদী বড় বড় সিদ্ধান্ত নেয়, কারণ ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নপূরণ করার দায়িত্ব তাঁর। আপনাদের স্বপ্নই মোদীর সঙ্কল্প। মোদী কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে কারণ দেশ যাতে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত হয়। মহিলাদের জীবন যাতে আরও সহজ হয়, আরও উন্নত হয়।

গরীব মানুষের পাশে

কংগ্রেস শুধু গরীবি হঠানোর কথা বলেছে। আমরা দশ বছরে ২৫ কোটি মানুষকে গরীবের সমস্যার বাইরে আনতে পেরেছি। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার, এ জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। লক্ষ্য ঠিক থাকলে সাফল্য ঠিক আসবে। তাই আমি বলি উদ্দেশ্য সঠিক তো পরিণামও সঠিক। মোদী আপনাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখবে।

মোদী গ্যারান্টি

মোদীর উদ্দেশ্য সঠিক সফল বলেই অনেক বছর পরে জম্মু-কাশ্মীর ৩৫৬ ধারা মুক্ত হয়েছে। মহিলাদের সংসদে ও বিধানসভায় সংরক্ষণ চালু হয়েছে। অযোধ্যায় ভগবান রামের মন্দির তৈরি হয়েছে। এ জন্য দেশ বলে যেখানে সব আশা শেষ হয়, সেখান থেকে মোদীর গ্যারান্টি শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের কোটি পরিবার রেশন পাচ্ছেন। কেননা মোদী গ্যারান্টি দিয়েছিল। বাংলার ৪০ লক্ষ গরীব মানুষ পাকা ঘর পেয়েছেন। মোদী গ্যারান্টি দিয়েছিল। কোটি পরিবার, প্রথমবার শৌচালায়, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জলের সংযোগ পেয়েছে, এ সবই মোদীর গ্যারান্টি ছিল। কৃষকদের সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে। দশ বছরে দেশের সব জায়গায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। দেশের সব পরিবারের কাছে পৌঁছেছে। বাংলায়, " দশ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে তা শুধু ট্রেইলার ছিল।" দেশকে আরও অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মোদী পরিবার

আমার বিরোধীরা বলে, মোদীর কোনও পরিবার নেই। মোদীর জন্য গোটা ভারতই তাঁর পরিবার। আপনারা বলুন আপনারা আমার পরিবার কি না। বাংলায়, "আমার ভারত আমার পরিবার।"

সন্দেশখালি প্রসঙ্গে

বাংলার উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে শক্তিশালী করা দরকার। বিজেপি এখানে মা ও মহিলাদের উপরে অত্যাচার রুখতে পারে। গোটা দেশ দেখেছে কিভাবে তৃণমূল সরকার সন্দেশখালিতে অভিযুক্তদের বাঁচানোর জন্য পুরো শক্তি প্রয়োগ করেছে। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে তা তৃণমূলের অত্যাচার। বিজেপি সংকল্প নিয়েছে সন্দেশখালির অভিযুক্তদের সাজা দিয়েই ছাড়বে। ওঁদের জীবন জেলেই কাটাতে হবে। সব বুথে পদ্ম ফুলে ভোট পড়া দরকার। নারী স্বশক্তিকরণ বিজেপি অগ্রাধিকার দেয়। তিন কোটি বোনকে লক্ষপতি বানানোর আমি গ্যারান্টি দেই। আপনাদের ভালোবাসা উচ্ছ্বাস গোটা দেশ দেখছে। নমো ড্রোন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ড্রোন পাইলট বানাব। তাতে কৃষিকাজে উপকার হবে। মহিলাদের আয় বাড়বে। আত্মনির্ভরের ভারতের গতি বাড়বে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই সব এলাকায় উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি।

বাংলাদেশের সঙ্গে

বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসার সরলীকরণের জন্য চেষ্টা করছি। আইনি ভাবে সহজে যাতায়াত করার বিষয়ে চেষ্টা করছি।

সিএএ'তে ভয় নেই

তৃণমূল-কংগ্রেস-বামেদের ইন্ডি জোট শুধু মিথ্যার রাজনীতি করছে। রাজবংশী-নমশূদ্র-মতুয়াদের এরা কোনও পরোয়া করেনি। এখন যখন বিজেপি সরকার সিএএ' নিয়ে এসেছে, আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে। ভারত মায়ের প্রতি আস্থা রাখা সমস্ত পরিবারকে নাগরিকত্ব আমাদের গ্যারান্টি। তৃণমূল-বামফ্রন্ট ভয় দেখাবে, অগণতান্ত্রিক চেষ্টা করবে। আপনারা দশ বছরে আমার কাজ দেখেছেন। মোদীর গ্যারান্টিতে ভরসা করুন। কংগ্রেস তৃণমূলের-বামেদের রাজনীতি বুথে বোমাবাজি, আর অপপ্রচারের উপরে টিকে আছে। এখানে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট-তৃণমূল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। দিল্লিতে একসঙ্গে থাকে। এক থালে খাওয়াদাওয়া করে।

দুর্নীতিগ্রস্তরা সাজা পাবেই

রেশন দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে যারা জড়িত তাঁদের বাঁচাতে চায়। তৃণমূলের মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে। এরা সবাই মিলে এদের বাঁচাতে চায়। চাকরির নামে যারা আপনাদের পরিবারকে ধোকা দিয়েছে তাঁদের বাঁচাতে। যারা আপনাদের দুর্নীতি করেছে তাদের কি জেলে থাকা উচিত নয়? এই টাকা জনগণের টাকা। মোদীকে দিনরাত গালি দেয়। কারণ এরা চায়, পশ্চিমবঙ্গে তোলাবাজি, দুর্নীতি, খুনখারাপির রাজনীতি চলুক। আমি বলি দুর্নীতি হঠাও, ওঁরা বলে দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাও। মোদী দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দিয়েই ছাড়বে। আগামী পাঁচ বছরে দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ হবে। এই নির্বাচনে তৃণমূলকে কড়া বার্তা দেওয়া দরকার।

প্রকল্প চালু হয়নি

আমি বাংলার জন্য যে সব প্রকল্প আনি তা ওরা চালু করতে চায় না। তৃণমূল আয়ুস্মান প্রকল্প আটকে দিয়েছে। এটা থাকলে আপনারা দেশের প্রত্যেক জায়গায় চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। দেশের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে মেডিক্যাল কলেজ করতে চাই। তৃণমূল সেটাও করতে দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রেকর্ড টাকা দেওয়ার পরেও প্রকল্পের কাজ শেষ হয় না। বিজেপি রাজবংশী পরম্পরা, ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান দিতে জানে।

চা বাগান

বিজেপি চা বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে। এই জন্য ১৯ এপ্রিল ভোট দিন। কোচবিহারে নিশীথ প্রামাণিক, আলিপুরদুয়ারে মনোজ টিগ্গাকে বড় ব্যবধানে জয়ী করুন। আমাদের নিশীথ বাংলার জন্য আওয়াজ তোলেন। যতই গরম হোক। সূর্য উঠতেই ভোটকেন্দ্রে চলে যাবেন। সকাল সকাল ভোট দিন। টিএমসির গুন্ডারা বাঁধা দিলে রুখে দাঁড়ান। এবারে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সজাগ। আপনাদের প্রত্যেকটি ভোটের মূল্য তাঁরা জানেন। আমার প্রণাম ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন।

এনবিএসটিসির বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দিনহাটার কৃষিমেলা ডিপোয় দিনহাটা কালিয়াগঞ্জগামী বাস থেকে গাঁজা ভর্তি দুটি ব্যাগ উদ্ধার হল। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ কালিয়াগঞ্জগামী একটি বাস ছাড়ার আগে কর্মীরা গাড়ি চেক করার সময় ব্যাগ দুটি দেখতে পায়। ওই সময় বাসে দুই যুবক দুইদিকে বসেছিল। সংস্থার এক কর্মী ব্যাগ দুটি দেখতেই দুই যুবক পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। দিন কয়েক আগেও কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ সংস্থার কৃষি মেলার ডিপোতে গিয়ে ব্যাগ দুটি উদ্ধার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সংস্থার কর্মী সুজয় সাহা প্রতিদিনের মতো এদিনও কাজে যোগ দিয়ে দিনহাটা কালিয়াগঞ্জ গাড়ি ছাড়ার আগে সব কিছু চেক করছিলেন। সেই সময় গাড়িতে দুই যুবক দুইদিকে বসেছিল। গাড়ির উপরে বাক্কারে দুটি ব্যাগ থাকলেও সেই আসনে কেউ ছিল না। ওই কর্মীর সন্দেহ হতেই তিনি ওই যুবকদের কাছে জানতে চান ব্যাগ দুটি কার, এক যুবক জানায় ব্যাগটি আমার। এরপরেই সংস্থার কর্মী ব্যাগ দুটি চেক করতেই ভেতরে গাঁজা দেখতে পায়। এরপর দুই যুবক ঘটনাস্থল থেকে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়। সংস্থার দিনহাটা ডিপোর ডিআই তরণীকান্ত বর্মন বলেন, সংস্থার একটি নির্দেশ এসেছে দূরপাল্লার গাড়িগুলি বিশেষভাবে নজরদারির জন্য। এরপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে গাঁজা সহ ব্যাগ দুটি নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জোড়া ফুলে ভোট দিন, বললেন চন্দ্রিমা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একশো দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্পে বাংলাকে বঞ্চনা করার প্রতিবাদে জোড়াফুলে ভোট দেওয়ার আবেদন করলেন মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ৩১ মার্চ রবিবার কোচবিহার নিউটাউনে দলীয় অফিসে কোচবিহারে মহিলা তৃণমূলের কর্মীদের নিয়ে একটি সভায় ওই দাবি করেন চন্দ্রিমা। তার আগে নিউটাউনে থাকা দলের জেলা পার্টি অফিস লাগোয়া কয়েকটি বাড়িতে গিয়েও ভোট প্রচার করেন চন্দ্রিমা। বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মানুষের জন্য কি কি প্রকল্প চালু করেছেন, সে সব তথ্য তুলে ধরেন বাসিন্দাদের সামনে। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ নিয়ে বঞ্চনা করেছে বলেও অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, "এ সব কথা মাথায় রেখেই এবারে তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিন।" সবার হাতে একটি করে লিফলেটও দিয়েছেন তিনি। বিজেপির কোচবিহার জেলার সহ সভানেত্রী দীপা ভট্টাচার্য বলেন, "এখন আর কোনও তৃণমূলের কারও কথা কোনও মানুষ শুনছে না। দুর্নীতিগ্রস্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ।"

বিজেপি কর্মীকে মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলের ফ্ল্যাগ খুলে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় বিজেপির এক কর্মীকে লাঠি দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ৩০ মার্চ শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের কোতয়ালি থানার চান্দামারির বালাপাড়ায়। জখম ওই বিজেপি কর্মীর নাম পূর্ণচন্দ্র বর্মণ। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রবিবার ওই কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছান বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়। তিনি বলেন, "রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী আমাদের দলের ফ্ল্যাগ খুলে নিচ্ছিল। সেই সময় পূর্ণচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবাদ করে। তাতেই তাঁকে মারধর করা হয়।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "ওই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। বিজেপির নিজেদের মধ্যে কোন্দলের জেরে ওই ঘটনা হয়েছে।" গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে, তোপ মিহিরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রুট মার্চ না করিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী। বুধবার ৩ মার্চ ওই অভিযোগ করে সাংবাদিক বৈঠক করেন মিহির। মিহিরবাবুর দাবি, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তৃণমূল সন্ত্রাস করার চেষ্টা করছে। মিহির বলেন, "পুলিশ-প্রশাসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দলদাসে পরিণত হয়েছে। সে মতোই কাজ করছে তারা। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যেখানে এলাকায় এলাকায় রুট মার্চ করে ভোটারদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করার কথা তা দেখা যাচ্ছে না। কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পরিচালনা করছে পুলিশ-প্রশাসন। তারা তাদের ঘরে বসিয়ে রেখেছে।" তাঁর আরও অভিযোগ, 'সিভিক ভলান্টিয়ার' ও 'ভিলেজ পুলিশদে'রও দলের কাজে ব্যবহার করছে তৃণমূল। মিহির বলেন, "উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী পুলিশের সঙ্গে সিভিক ও ভিলেজ পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।" পুলিশ অবশ্য মিহিরের অভিযোগ মানতে চায়নি। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "কেন্দ্রীয় দুই বেলা করে রুট মার্চ করছে। শুধু তাই নয়, নাইট পেট্রোলিং করছে। তার সমস্ত তথ্য আমাদের কাছে আছে।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি উদয়ন গুহ বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই তো ভোট হচ্ছে। আর কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়েছে বিজেপির কিছু সমাজবিরোধী নেতাদের। আসলে বিজেপি নানা জায়গায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। নিজের সন্ত্রাস করে আমাদের নামে মিথ্যে অভিযোগ দিচ্ছে।"

কোচবিহার সন্ত্রাস কবলিত এলাকা বলেই পরিচিত। শুরু থেকেই কোচবিহারের প্রত্যেকটি বুথে আধা সামরিক বাহিনী দিয়ে ভোটের দাবি করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। শুধু ভোটের দিন নয়, ভোটের আগে এবং পরেও কোচবিহারে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েনের দাবি করা হয়। সে মতো পাঁচ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী কোচবিহারে কিছুদিন আগে পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার আরও তিন কোম্পানি কোচবিহারে পৌঁছেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই দিনহাটার ভেটাগুড়ি, গিতালদহ থেকে শুরু করে কোচবিহার শহর ও লাগোয়া উপদ্রুত এলাকা বলে পরিচিত বেশ কয়েক জায়গায় রুট মার্চ করানো হয়। মিহির এদিন দাবি করেন, রাজ্যে ৯২০ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে। তার মধ্যে থেকেও কোচবিহারেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। মিহিরের অভিযোগ, আধা সামরিক বাহিনীর জন্য বেশ কিছু স্কুলকে মৌখিক ভাবে ছুটি দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাহিনী না পৌঁছানোয় তার পরে ফের আবার মৌখিক ভাবেই স্কুল চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও নির্দিষ্ট করে স্কুলের নাম জানাননি মিহির। প্রশাসনের অবশ্য দাবি, কোনও স্কুলই ছুটির নির্দেশ এখনও দেওয়া হয়নি। প্রয়োজন মতো সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

মিহির আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন গ্রামে সন্ত্রাস পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছে রাজ্যের শাসক দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিজেপির প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের উপরেও হামলা হয়েছে বলেও মিহির এদিন দাবি করেন। উদয়ন বলেন, "নিশীথ প্রামাণিকের মিছিল থেকে পর পর দু'দিন আমার উপরে হামলা হয়। তা মানুষ দেখেছে। অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি।"

মমতাকে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার: নির্বাচনী প্রচারে এসে ঝড় থেকে আবাস, একের পর এক ইস্যু তুলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১ মার্চ সোমবার কোচবিহার লোকসভা আসনের শীতলখুচিতে সভা করেন শুভেন্দু। ৩১ মার্চ ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বহু গ্রাম। জলপাইগুড়িতে চারজনের মৃত্যু হয়। ওইদিন রাতেই জলপাইগুড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরেরদিন শুভেন্দুও সেখানে পৌঁছন। সে প্রসঙ্গে শীতলখুচিতে শুভেন্দু বলেন, "ঝড়বিধ্বস্ত এলাকা দেখতে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলাম। ৭০ জন জখম হয়েছে। ৫ জন জখম হয়েছে। ওনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। আরেকজন গতকাল রাতে এসেছিলেন চার্টার্ড ফ্লাইটে। ওনার কাছে ডিআর লটারির শ শ কোটি টাকা আর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার চারশ কোটি টাকা আছে। আমাদের আমাদের কমার্শিয়াল ফ্লাইটে যাতায়াত করতে হয়। তিনি 'তু মেরে খিচ মেরে ফোটো' করতে এসেছেন। ছবি তোলাই মূল উদ্দেশ্য।" আবাস প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, ""জলপাইগুড়ির গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে সব রাজবংশী মানুষের বসবাস। সমস্ত বাড়ি মাটির মিশে গিয়েছে। আমি তাঁদের প্রশ্ন করেছিলাম নরেন্দ্র মোদী রাজধর্ম পালন করে ৪২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিলেন। ৪৫ লক্ষ বাড়ি হয়েছে বলে পিসিমণি লিখে পাঠিয়েছিলেন। আর গ্রামের মধ্যে সব কাঁচা আর টিনের বাড়ি। একটি পাকা বাড়ি নেই। চোর তৃণমূল আপনাদের সব বাড়ি খেয়ে ফেলেছে।" তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "শুভেন্দু অধিকারীদের কখনও মানুষের পাশে দেখা যায় না। এরা ঘরে বসে বড় বড় কথা বলেন। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে তাঁরা দাঁড়াননি। আর আবাসের টাকা আটকে রেখেছে পাঁচ বছর ধরে। আর এখানে মিথ্যে বলছে।"

ওই সভা থেকে শুভেন্দু আরও বলেন, "এই নির্বাচন দেশের নির্বাচন। নরেন্দ্র মোদীকে সবাই প্রধানমন্ত্রী চান তো। কেউ চান না তো দেশটা ইউক্রেন হয়ে যাক, আফগানিস্থান হয়ে যাক, গাঁজা ভূখন্ড হয়ে যাক। কেউ চান না, তাহলে ফের একবার মোদী সরকার।" সংখ্যালঘুদের অভয়বার্তা দেন শুভেন্দু। ওই মঞ্চ থেকে বলেন, "রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘুরা ইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি কথা বলব, তৃণমূল আপনাদের ব্যবহার করে। না পেয়েছেন মোদীজীর পাঠানো শৌচালয়, আবাস, না পেয়েছে উজ্জলার গ্যাস, না পেয়েছেন অটল পেনশন যোজনা। আপনাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেজপাতা বলে মনে করে। তরকারিতে লাগে। কিন্তু খাওয়া যায় না। দয়া করে এদের হাতে ব্যবহার হবেন না। সংখ্যালঘুরা ভয় পাবেন না। আপনাদের জন্য জয় শ্রীরাম নয়। আপনাদের জন্য রাম রাজ্য। রাম রাজ্য মানে মাথায় ছাদ, পেটে ভাত, হাতে কাজ, সুশাসন, সুরক্ষা। এটাই আমাদের নীতি। আমরা সকলে মিলে এই দুর্নীতিবাদ সরকারকে উতখাত করি।" তৃণমূল কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "একুশের পরে এরা মাথাভাঙায়, শীতলখুচিতে, দিনহাটাতে যা করেছে, বিজেপি সরকার এলে সুদে-আসলে তুলব নয়। দণ্ডসুদ সহ হিসেব মেটাব। প্রথম পুলিশকে। এই জেলারে এসপি এবং ডিএম দুটোই তৃণমূলের দালাল। তৃণমূল বলে কিছু নেই। লড়াই হচ্ছে নির্বাচনে। একদিকে জনতা মানে বিজেপি, আরেকদিকে তোলামূলের পিসির পুলিশ। এবারের ভোট পঞ্চায়েতের মতো হবে না। সব বুথে ৬ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকবে।" তৃণমূলের দাবি, সংখ্যালঘুরা কেউ বিজেপিকে বিশ্বাস করে না।

আবাস নিয়ে সরব অভিজিৎ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের মুখে আবাস যোজনা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার ৩ মার্চ সাংবাদিক বৈঠক করে অভিজিৎ দাবি করেন, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোচবিহারে আসছেন। তার আগে শীতলখুচির একটি সভা থেকে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন আবাস যোজনার জন্যে রাজ্যকে টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে গরিব মানুষের ঘর তৈরি করে দেওয়া হয়নি। এদিন অভিজিৎ বলেন, "শুভেন্দু অধিকারী পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলেছেন। গত পাঁচ বছর ধরে আবাসের কোনও টাকা দেয়নি রাজ্য সরকার। যদি দিয়ে থাকেন তাহলে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছিলেন। তারপরে একুশ দিন কেটে গেলেও বিজেপি তা করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী কোচবিহারে এসে সত্য বলুন, শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সে চ্যালেঞ্জ রাখছি।" বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী অবশ্য তৃণমূল সভাপতির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, "তৃণমূলের যুবরাজ চৌর্যবৃত্তি করে কত হাজার কোটি টাকা রোজগার করেছেন তা নিয়ে আগে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। তার পরে অন্য কথা বলবেন।"

একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার ঘর নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ রয়েছে। তা সামাল দিতে কিছুদিন আগে একশো দিনের কাজের বকেয়া কোটি কোটি টাকা উপভোক্তাদের দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি আবাস প্রকল্পে বরাদ্দ না দেয় তাহলে তিনি টাকার ব্যবস্থা করবেন। এই অবস্থার মধ্যে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের একাধিক গ্রাম। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাতারাতি জলপাইগুড়ি পৌঁছে গ্রাম পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও গ্রামে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। এর পরে কোচবিহারে একটি সভায় এসে তিনি বলেন, "জলপাইগুড়ির গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে সব রাজবংশী মানুষের বসবাস। সমস্ত বাড়ি মাটির মিশে গিয়েছে। আমি তাঁদের প্রশ্ন করেছিলাম নরেন্দ্র মোদী রাজধর্ম পালন করে ৪২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছিলেন। ৪৫ লক্ষ বাড়ি হয়েছে বলে পিসিমণি লিখে পাঠিয়েছিলেন। আর গ্রামের মধ্যে সব কাঁচা আর টিনের বাড়ি। একটি পাকা বাড়ি নেই। চোর তৃণমূল আপনাদের সব বাড়ি খেয়ে ফেলেছে। তাই এই নির্বাচনে বদলের ডাক দিয়ে আপনাদের দুয়ারে হাজির হয়েছি।" তা নিয়ে এদিন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বলেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। আবাস যোজনার বরাদ্দ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আটকে রয়েছে বলে অনেক পরিবার কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন। ওই টাকা আটকে না রাখলে এইদিন দেখতে হত না।"

গীতালদহ সীমান্তে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই গীতালদহে সীমান্ত গ্রাম জারিধরলার একটি বাড়ি। নদী এবং বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পৌঁছাতে পারল না দমকল কর্মীরা, আর তার ফলে সম্পূর্ণ বাড়ি আগুনের গ্রাসে পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে। ঘটনার পর গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় যতক্ষণে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ততক্ষণে সবকিছুই চলে গিয়েছে আগুনের গ্রাসে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে গীতালদহ-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত গ্রাম জারিধরলার প্রান্তিক কৃষক ভোলা মিয়া আজ মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ দেখতে পান তার বাড়িতে যেখানে ইলেকট্রিকের সুইস বোর্ড লাগানো রয়েছে সেখান থেকে আগুনের ফুলকি উঠছে। তৎক্ষণাৎ তার চিৎকারে আশেপাশের লোকেরা ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু নদী এবং বাংলাদেশ সীমান্ত থাকায় দমকল কর্মীরা পৌঁছাতে না পারায় আগুনের কড়াল গ্রাসে ভস্মীভূত হয়ে যায় সম্পূর্ণ বাড়ি।

বিজেপির সভা মঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মোক্তারের বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নিশীথের সভা মঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এই বিষয়ে বিজেপির দিনহাটা-৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি কমল বর্মন অভিযোগ করে বলেন, সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার লোকসভা আসনে বিজেপির প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিজয় সংকল্প সভা ছিল এই সভামঞ্চে। তিনি আরো বলেন, আজ সেখানে একটি বড় যোগদান কর্মসূচি ছিল। সেই যোগদান কর্মসূচির কথা শুনে রাতে তৃণমূলের হার্মাদরা সেই সভামঞ্চ ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেয়। তবে আজ সংশ্লিষ্ট মোক্তারের বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পাশে একটি নতুন সভামঞ্চ করে সেখানে বিজয় সংকল্প সভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ সভাপতি আব্দুল সাত্তার সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন এগুলো সব বিজেপির সাজানো নাটক।

মাতালহাটে মন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: মাতালহাট বাজারে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা, উপস্থিত মন্ত্রী। সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, নূর আলম হোসেন ছাড়াও অন্যান্য নেতৃত্ব। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সমর্থনে এই নির্বাচনী সভা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতাদের বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করেন।

কোচবিহারে বিএসএফ কর্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কোচবিহার: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের এডিজি রবি গান্ধী। শুক্রবার বিএসএফের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, ২৮ ও ২৯ মার্চ দু'দিন ধরে এডিজি গোপালপুর সেক্টরের অধীনে থাকা কোচবিহারের সীমান্ত পরিদর্শন করেন। বর্তমানে পরিস্থিতিতে কিভাবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে, সেখানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার কি কি ব্যবস্থা রয়েছে সব খতিয়ে দেখেছেন এডিজি। এছাড়াও নদীপথ ও সীমান্তের যে অংশে এখনও কাঁটাতার নেই সেটাও খতিয়ে দেখেন তিনি। বিএসএফ আধিকারীকদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি তিনি জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। জওয়ানদের কাজের প্রশংসা করেছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

শান্তির আবেদন

কথাটি এভাবেও বলা যায়, শান্তি চাই। এভাবেও বলা যায়, শান্তি বজায় রাখার আবেদন করছি। আসলে এবারের নির্বাচনে রক্তপাত হোক তা আর আমরা কেউই চাই না। কোচবিহারের যে কোনও শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রার্থনা থাকবে এটাই। লোকসভা নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় কোচবিহারের ভোট। মেরেকেটে আর এক সপ্তাহ। এরই মধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে কোচবিহারে। কিন্তু তা খুব বড় আকার নেয়নি। আগামী এক সপ্তাহে যাতে নতুন করে কোনও ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে বিশেষ নজর রাখতে হবে নির্বাচনের দিন। এর আগে পর পর দুটি নির্বাচনে রক্তপাত হয়েছে কোচবিহারে। অকালমৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচিতে সিআইএসএফের গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল চার যুবকের। সেই বিধানসভাতেই আরেক যুবকের মৃত্যু হয়েছিল দুষ্কৃতীদের গুলিতে। এর পরেই হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচনেও বুথের ভেতরে ঢুকে বোমা ছুঁড়ে এক পোলিং এজেন্টকে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। একইদিনে দিনহাটাতে গুলি করে খুন করা হয় এক যুবককে। আবার নির্বাচন। আবার কি এমন ভাবেই মৃত্যু হবে কারও, এ প্রশ্ন এখন সর্বত্র ঘুরছে। যা কোচবিহারবাসীর কাছে এক লজ্জার। তাই আবারও প্রার্থনা, শান্তি চাই।।

কবিতা

রুক্ষ শীত, বাহারী বসন্ত

.... সোমালি বোস

রুক্ষ শীতের পর্নমোচন
মনের কোণে বাড়ায় ক্রন্দন।
শীতের হাওয়ার দোলা
জীবনের পাতা খোলা।
শিশির ভেজা ভোর
উন্মুক্ত করে দোর।।
হৃদয়ে জাগায় প্রত্যাশা
কাছেই বসন্তের আসা।।
গাছে গাছে নূতন কুঁড়ি
শব্দ তোলে লাল হলুদ চুড়ি।।
মাদলের তালে বন পলাশী গায়
মাধবী নাচে নুপুর পায়।।
রঙে বসন্ত, মনে বসন্ত
বাহারী বসন্ত, সব জীবন্ত।।
রঙে রঙে রঙীন হাওয়া
মিশে যায় সব চাওয়া পাওয়া।।
যা কিছু জীর্ণ, শীর্ণ
সবই হয়েছে বিদীর্ণ।।
নতুনের রঙে মাতোয়ারা
উদ্বেলিত হাসির ফোয়ারা।।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

রিফিউজি

...অমিতাভ চক্রবর্তী

কলকাতা কোচবিহার ফ্লাইট। নটা মাত্র সিট। তবে মজার বিষয় হচ্ছে প্লেনটাতে চড়লে একটা চার্টার্ড প্লেনে চড়েছি এরকম একটা অনুভূতি হয়। বা মনে হয় আমার ইনোভা গাড়িটা আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। হাতের সামনে পাইলট। তাকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করা যায় ফ্লাইটের স্পিডটা কত! কোন শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছে! যাই হোক! বোর্ডিং পাস নিয়ে বসে আছি দমদম এয়ারপোর্টের ২৮ নম্বর গেটের সামনে। বোর্ডিং পাস হাতে। কিন্তু গেট খুলতে একটু দেরি হবে বলেই মনে হচ্ছে। ২৮ নম্বর গেটের সামনে আড্ডা জমতে দেরি হলো না। সেই আড্ডার কিছু অসাধারণ সংলাপ। একজন মহিলা যাত্রী: আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! (পাশের একজন মধ্যবয়সী লোককে দেখে) মধ্যবয়সী লোক: আমারও তাই মনে হচ্ছে। কোথায় যেন আপনাকে দেখেছি! মনে করতে পারছি না। (উভয়ের মন যখন তলাতল মন্থনে ক্রিয়াশীল ঠিক তখন আবিষ্কার হলো, মধ্যবয়সী লোকটি চক্ষু চিকিৎসক। নাম মেঘনাদ বর্মন আর মহিলাটি তারই রুগী, অলকা চক্রবর্তী। যিনি চোখ দেখাতে মেঘনাদবাবুর কাছে কয়েকবার গিয়েছিলেন।) মেঘনাদবাবু ২৮ নম্বর গেটের সামনে "ইউরেকা" বলে মনে মনে হয়ত চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। মেঘনাদবাবু: এই তো আলিপুরদুয়ারে যাচ্ছি। আপনি আমাকে চোখ দেখাতে এসেছিলেন। মনে পড়ছে। আসলে ডাক্তাররা সহজে ভোলে না। ফেকো করেছিলাম, তাই তো? মহিলাযাত্রী: একদম ঠিক বলেছেন। কোলকাতায় কবে এসেছিলেন? মেঘনাদবাবু: আর কি বলি! (একটু শ্বাস নিলেন) দুটো ছেলে। প্রশ্ন করবেন না কোথায়! (ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন।) মেয়েদের মন চির কৌতূহলী। প্রশ্ন না করে যায় কোথায়! মহিলাযাত্রী: তারা কোথায়? মেঘনাদবাবু: একজন নিউইয়র্কে আর একজন বেঙ্গালুরুতে। আমি আর স্ত্রী আলিপুরদুয়ারে। গ্রামে, মানে বাপ ঠাকুর্দার যা জমি জায়গা ছিল, ছেলেরাই বলল, রেখে কি হবে!! বিক্রি করে দিলাম। ভদ্রমহিলা : ভালোই করেছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি দেখাশোনা করা খুব কঠিন। আমরাও নিউটাউনে ফ্ল্যাট বুক করেছি। ভাবছি কোচবিহারের জমিটা আর রাখবো না। মেঘনাদ: রেখে কি হবে বলুন তো? ওরা তো আর বাপ ঠাকুর্দার জমি দেখতে আসবে না। শুধু জ্বালা বাড়ানো। মহিলা যাত্রী: আমাদের একটাই ছেলে। অর্থোপেডিক। নিউটাউনে ফ্লাট নিয়েছে। খুব নিরিবিলি জায়গা। মেঘনাদবাবু: আরে ম্যাডাম এই বয়সে আপনি তো তবু কোলকাতা-নিউটাউনে সীমাবদ্ধ। আর আমি ??????******* বোর্ডিং শুরু হয়েছে। সীমাকে ফোন করলাম। একটু পরে নেটওয়ার্ক থাকবে না। রান্না চাপাও। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আসছি।

ভোটের বাজারেও বেশ জমজমাট গৌরিহাটের বারুনী মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ভোটের বাজারেও বেশ জমজমাট রূপ নিয়েছে গৌরিহাটের বারুনী মেলা। প্রতিদিন রাতে অসংখ্য মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে মেলায়। মেলায় জলপাইগুড়ি প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক চিত্র প্রদর্শনীতে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গত ৭ই এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই মেলা। চলবে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত। জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উত্তরবাহী করলা নদীর তীরে এই মেলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য দোকান বসেছে গৌরীহাটে। মেলাতে রয়েছে বিভিন্ন রকমের খাবারের দোকান সহ ছোটদের খেলনা থেকে শুরু করে রকমারি জিনিসপত্রের সম্ভার। ঘরের সাজ সরঞ্জামের নানা জিনিসপত্রও রয়েছে মেলায়। রয়েছে সার্কাস, নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স সহ বড় ও ছোটদের মনোরঞ্জনের আকর্ষণীয় ব্যবস্থা। জলপাইগুড়ির বারুনী মেলাকে ঘিরে রয়েছে স্থানীয় মানুষের আবেগ। এজন্য প্রতি বছরই অসংখ্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এই মেলার জন্য আগ্রহী হয়ে থাকেন। এবছরও এই মেলাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মানুষের সমাগম হচ্ছে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

ঝড় বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির এলাকা পরিদর্শনে বিশেষ প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা,জলপাইগুড়ি: ঝড় বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির বার্নিস এলাকা পরিদর্শনে রাজ্যের সাংসদ ও প্রাক্তন সাংসদদের বিশেষ প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দোলা সেন, শান্তনু সেন, সাগরিকা ঘোষ, ডেরেক ও ব্রায়েন, সাকেত গোখলে, আবির বিশ্বাস, অর্পিতা ঘোষ সহ অন্যান্যরা। শুক্রবার ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দিল্লি ও কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছান। সেখান থেকে সড়কপথে তারা জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারা ঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাবেন তারা।

কোচবিহার লোকসভা আসন
ভোট-১৯ এপ্রিল (২০২৪)।
গণনা-৪ জুন (২০২৪)।
মোট ভোটার--১৯৬৬৫৬৩
পুরুষ ভোটার-১০১৪৬১৩।
মহিলা ভোটার-৯৫১৯১৭
তৃতীয় লিঙ্গ-৩৩।

ভোট কেন্দ্র-২০৪৩।
মোট প্রার্থী-১৪ জন।

উল্লেখযোগ্য প্রার্থী-নিশীথ প্রামাণিক (বিজেপি),
জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া (তৃণমূল),
নীতীশ চন্দ্র রায় (ফরওয়ার্ড ব্লক)
পিয়া রায়চৌধুরী (কংগ্রেস)

নিশীথের বিরুদ্ধে তোপ প্রাক্তন বিজেপি নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলের কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগলেন বিজেপির প্রাক্তন কোচবিহার জেলা সম্পাদক অজয় সাহা। রবিবার ফেসবুকে তিনি নিশীথের পাঁচ বছরের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অজয় ফেসবুকে লিখেছেন, "২০১৯-২০২৪ কোচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক আপনি সাধারণ কোচবিহারবাসীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য কি করেছেন? বেকার যুবকদের জন্য কি করেছেন? মা-বোনেদের জন্য কি করেছেন? বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য কি করেছেন? কৃষক ভাইদের জন্য কি করেছেন? ব্যবসায়ীদের জন্য কি করেছেন? পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কি করেছেন? একজন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকল।" এরপরেই আবার লিখেছেন, "তবে একটা কথা বলে রাখি কেন্দ্রে আবার তৃতীয়বারের জন্য ৩৭০ টির বেশি আসন নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর সরকার হতে চলেছে। তাই যেখানে যেখানে নরেন্দ্র মোদীর মত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক বিজেপির প্রার্থী হবে তাদেরকেই ভোট দেবেন।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "কিছু কিছু মানুষ আছেন সমালোচনা করতে ভালোবাসেন। দল সবকিছুর দিকেই নজর রাখছে। প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা নেবে।" এমনিতেই নিশীথের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কোচবিহারে প্রচারে নিশীথকে 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেছেন। এমনকী তাঁর নামে থাকা একাধিক মামলা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সেই গত পাঁচ বছরে নিশীথ কি করছে তা নিয়ে প্রতিদিন প্রশ্ন তুলেছে শাসক দল। এবারে দলের অন্দরেই এমন প্রশ্ন ওঠায় অস্বস্তি তৈরি হয়েছে।

ঝড়ের ক্ষতিপূরণে অনুমতি নেই কেন, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ঝড়ের পরে কেন ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, সে প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ এপ্রিল শুক্রবার তিনি দিনহাটার সংহতি ময়দানে সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "জিজ্ঞেস করুন কি কাজ করেছেন কোচবিহারের জন্য, জলপাইগুড়ির জন্য, ময়নাগুড়ির জন্য। ঝড়ে এতগুলো যে বাড়ি ভেঙেছিল, আমরা বলেছিলাম নির্বাচন কমিশনকে তুমি অসমকে অনুমতি দিয়েছ উৎসবের জন্য। আমি খুশি। অসম আমাদের প্রতিবেশী। কিন্তু বাংলার বিষয়ে যে লোকগুলোর ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাদের টাকা দিতে আপত্তি কেন? ইতিমধ্যেই আমাদের প্রশাসন সাহায্য করেছে। ইতিমধ্যেই যাদের বাড়ি ভেঙেছে প্রশাসন কুড়ি হাজার টাকা করে দিয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পে প্রথম কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার দিই দুটো কিস্তিতে। যেহেতু নির্বাচন চলছে। নির্বাচন বিধি মেনে বলব আট-দশদিন তো হয়ে গেল। তোমরা বাংলার বাড়ির অনুমতি দিলে না। যারা কাঁচা বাড়িতে থাকে, যাদের ঘর ভেঙে গিয়েছে। সে জন্য আমি বলছি আমার বিরুদ্ধে কেস করলে করো। গরীব মানুষদের উপকার করতে গিয়ে আমায় কেস দিলে গর্ব বোধ করবে। একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ঘর তৈরিতে দেওয়া হবে। প্রশাসন দেবে। আপনারা কাজ শুরু করেন।"

গত ৩১ মার্চ উত্তরবঙ্গের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ঝড়ে ক্ষতির মুখে পড়ে। সব থেকে বেশি হয় জলপাইগুড়িতে। সেখানে ৪ জনের মৃত্যু হয়, জখম হয়েছেন অনেকেই। ওইদিন রাতেই জলপাইগুড়ি পৌঁছে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সেই বাড়ি তৈরি নিয়েই টানাপোড়েন তৈরি হয়। বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, "এর আগে উত্তরবঙ্গের কোনও দুর্যোগেই মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়াননি। এখন ভোট, তাই নানা কথা বলছেন। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করছি।" এদিন দিনহাটায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তাঁরা জানেন ছিটমহল কে করে দিয়েছিল? আমি করে দিয়েছিলাম ছিটমহল বিনিময়। বিজেপি নয়, অন্য কেউ নয়। এটা মাথায় রাখবেন।" তিনি আরও বলেন, "কোচবিহার বিমানবন্দর, জলপাইগুড়ি-যোগীঘোপা রেললাইন, উত্তরকন্যা, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, পদাতিক এক্সপ্রেস থেকে শুরু করে আমি করেছি। কোচবিহারকে হেরিটেজ টাউন আমরা করেছি। রেলমন্ত্রী থাকার সময় একলাখি-বালুরঘাট, জোগীঘোপা-ময়নাগুড়ি রেললাইন, বালুরঘাট-হিলি, আলুয়াবাড়ি-শিলিগুড়ি, নিউকোচবিহার-গোলকগঞ্জ রেললাইন আমি করে দিয়েছি। কোচবিহার স্টেশন, জয়ী সেতু আমার করা। ভাওয়াইয়া সেতু, কোচবিহারে বিমানবন্দর, পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা অ্যাকাডেমি করে দিয়েছি। তাহলে আমরা করব সব। ভোট পাবে বিজেপি ভোট পাখি। তা কখনও হয়। যত ঝড় ঝঞ্জা হোক বিজেপিকে হঠাবই। ইন্ডিয়া দিল্লিতে আছে। সেখানে আমরা ইন্ডিয়াতে থাকব। বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএম বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি লড়াই বিজেপির। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে হলে তৃণমূলকে দিতে হবে। অন্য কোনও পার্টিকে নয়। এটা মাথায় রাখবেন দয়া করে।"

বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "ছিটমহল বিনিময় তো দুটি দেশের বিষয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কি করে কৃতিত্ব নেন? সবাই সব বুঝতে পারেন।"

কোচবিহারের তরুণ পরিচালক মুম্বাইতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পাঁচটি শর্টফিল্ম নিয়ে তৈরী একটি সিরিজ যেটা গত জুলাই মাসে কোচবিহার জেলার তৎকালীন পুলিশ সুপার সুমিত কুমার IPS ট্রেলার উন্মোচন করে শুভ সূচনা করেছিলেন কোচবিহারের এক হোটেলের ব্যাঙ্কয়েট হলে, তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক অভ্রনীল নাগের সেই আদ্যন্ত সিরিজের এখন একটানা শুটিং চলছে মুম্বইতে। আদ্যন্ত সিরিজের সিনেমায় অভিনয় করছেন অভ্রনীল নাগ, শ্বেতা নাগ, বিশাল নারায়ণ, নইরীতা ভট্টাচার্য, উষ্মশ্রী মজুমদার, দেবদূত দে, সিদ্ধার্থ রায়, পূজা ঘোষ রায়, দ্বীপানিতা সরকার, দেবাশিস চক্রবর্তী। মুম্বইয়ে যোগাযোগ করা হলে

টেলিফোনে অভ্রনীল জানান যে "আদ্যন্ত সিরিজের প্রতিটি ছবিতে পরিচালনার দায়িত্ব পালনের সাথেই স্ক্রিপ্ট লেখা থেকে শুরু করে অভিনয়ও করছি আমি"। মুম্বইতে কোথায় কোথায় শুটিং হচ্ছে জানতে চাইলে তরুণ পরিচালকের জবাব "সমস্ত সিনেমার বেশিরভাগ শুটই মুম্বাইতে হচ্ছে, সিনেমা মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত বাকিটুকু না হয় সাসপেনসই থাক"। টেলিফোনে অভ্রনীল আরও জানান, "মাত্রই ১৫ বছর বয়সে মুম্বই আসা। এখানেই ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা। আর এখন এই মুম্বাইতেই নিজের ছবির শুট করতে পেরে সত্যিই খুবই ভালো লাগছে। এখানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত যাঁরা আমার পরিচিত প্রত্যেকের সহায়তা পেয়েছি আমার কাজে। বিশেষ করে অশোক আঙ্কেল (মিউজিক ডিরেক্টর অশোক ভদ্র) আর দেবীকা আন্টি (অভিনেত্রী দেবীকা মুখার্জি) কাছে আমি সত্যিই উপকৃত।

এবারে রাহুলের 'গ্যারান্টি'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নরেন্দ্র মোদীর গ্যারান্টি নিয়ে আগে থেকেই প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এবার 'রাহুল গ্যারান্টি' নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাবে যুব কংগ্রেস। কোচবিহারে কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরীর প্রচারে রাহুল গান্ধীর গ্যারান্টি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে যুব কংগ্রেস।

৯ এপ্রিল মঙ্গলবার কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করেন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা। তিনি জানান, তাঁরা কোচবিহারে এক লক্ষ মানুষের বাড়িতে যাবেন। প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে রাহুল গান্ধীর গ্যারান্টি কার্ড দিয়ে আসবেন। সেখানে পাঁচটি বিষয়ে গ্যারান্টি দিয়েছেন রাহুল। তার মধ্যে যেমন নারীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্যারান্টি রয়েছে, তেমনই কৃষকদের নিয়েও গ্যারান্টি দিয়েছেন। মোবাইল অফশনে গিয়ে রাহুলের সেই গ্যারান্টির সঙ্গে সহমতপোষণ করলে তাঁর নাম নথিবদ্ধ করে রাখবে কংগ্রেস। দল ক্ষমতায় এলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সেই সহমতপোষণকারীকে। শুভঙ্কর বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীদের সহায়তায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সেখানে রাহুল গান্ধীর গ্যারান্টিতে মহিলাদের আট হাজার টাকার উপরে সহায়তা মিলবে। বছরে যা এক লক্ষতে দাঁড়াবে। সে সব নিয়েই আমার মানুষের কাছে যাব। সেই সঙ্গে বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কাজ করছে না। তা তুলে ধরব।"

কংগ্রেসের ওই গ্যারান্টিতে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি-তৃণমূল। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "কংগ্রেস কোচবিহারে কোনও ফ্যাক্টর নয়। কোচবিহারে নামে মাত্র ভোট পাবে তারা। সেখানে রাহুল গান্ধীর গ্যারান্টির কথা শোনার কারও ইচ্ছে নেই। এ সব মানুষের মনে কোনও ছাপও ফেলবে না।" তৃণমূলের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "যে রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তি আছে সেখানে তাঁদের লড়াই করা উচিত। তা না করে এখানে বিজেপির সহায়তা করার চেষ্টা করছে। আর এখানকার মানুষ সব গ্যারান্টি দেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর গ্যারান্টি ছাড়া কারও উপর ভরসা নেই তাঁদের।"

ফের নিশীথকে দানব-দস্যু বলে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিককে 'দানব-দস্যু' আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২ এপ্রিল কোচবিহারের দিনহাটার সংহতি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা করেন। সেই মঞ্চ থেকে নিশীথকে আক্রমণের পাশাপাশি পুলিশকেও সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "নির্বাচন এলে অনেকেই দিল্লি থেকে ভোট চাইতে চলে আসে কিন্তু ভোটের পর তারা আর এলাকার কথা মনে রাখে না। কিছু করেও না। আমরা একজন প্রার্থী দিয়েছি। জগদীশ বসুনিয়াকে। যিনি আপনাদের কাছে একটি নিপাট ভদ্র লোক। আর বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে কাকে? দানব দস্যুকে। কত কেস আছে তার বিরুদ্ধে। বিএসএফ-পুলিশের একাংশ স্থানীয় আর চোরাকারবারীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বোমাবাজি থেকে শুরু করে, শীতলকুচিতে বিএসএফকে দিয়ে গুলি চালিয়ে ভোটের লাইনে পাঁচজনকে হত্যা করেছিল এর মদতে। গরু পাচার, ড্রাগ পাচার, মানি লন্ডারিং, তাঁর বিরুদ্ধে নাকি কোনও মামলা নেই। থাকবে কি করে? কারণ তিনি যে কচি হোম মিনিস্টার। কচি কাঁচা হোম মিনিস্টার।" তার পরেই তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে এর আগে কখনও দেখেছেন? যার বিরুদ্ধে এত ক্রিমিনাল কেস, আমার কাছে সব লেখা রয়েছে। একটা একটা করে বলতে পারি। মুখোশ খুলে দিয়েছেন আপনারাই, আমি বলবার আগে। চ্যালেঞ্জ করলে সব বের করব। সে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী। আর তৃণমূল চোর? লজ্জা করে না। তোমার প্রার্থী একজন গুন্ডা। মা বোনেদের সম্মানহানি করে। এনআইএ দিয়ে মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। সিবিআই দিয়ে সাধারণ মানুষকে রেট করে, সংখ্যালঘুদের-রাজবংশীদের ভয় দেখায়, আর কোটি কোটি টাকার ডিল করে। খবর আমিও রাখি। মনে রাখবেন ওদের যদি মেশিনারি থাকে, মেশিনারি আমারও আছে।" এখানেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যতই পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়াক, যতই গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াক। একটা নেতা কেমন হয়, যে সহজ সরল থাকে, আরেকটা নেতা কেমন হয় যে দশটা পুলিশের গাড়ি নিয়ে বিশটা গুন্ডা নিয়ে, বাইক নিয়ে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়। আর মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। আর আমি সরি যে পুলিশ প্রশাসন সব দেখেও চুপচাপ বসে থাকে। কিসের ভয়ে? চাকরি যাবে? নির্বাচন কমিশন সরিয়ে দেবে? তা দু'মাস পড়ে কি করবেন? তা না হয় এখনই দিল্লি চলে যান। কে বারণ করেছে? তা না হলে নিশীথের বাড়ি চলে যান। তাহলে আপনাদের আইনশৃঙ্খলা সামলাতে হবে না। কোচবিহারে যদি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনরকম সমস্যা হলে আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। আমি আমার পার্টির নেতাদেরও বলব ঠান্ডা মাথায়, সব পুলিশ খারাপ নয়। তিন চারজন নাম আছে সবাই জানে। বাদবাকি সবাই ডেডিকেটেডলি কাজ করে। তাঁদের আমি স্যালুট জানাই, প্রশংসা করি।" বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের বিদায়ী প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, "কিছু পুলিশ নির্বাচন বিধি মেনে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে। তাঁদের ভয় দেখাতেই এমন মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর উনি চান না কোনও যুব নেতা ভালো জায়গায় যাক। একমাত্র ওনার ভাইপোকেই উনি ভালো জায়গায় দেখতে চান। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কত দুর্নীতির অভিযোগ।।"

সাহিত্য অনুষ্ঠান ও সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আগমনদিনকে স্মরণে রেখে ২৭ মার্চ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমি আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্র চত্বরে নেকোল সভাগৃহে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি আগরতলা প্রদত্ত 'অনঙ্গমোহিনী দেবী সাহিত্য পুরস্কার-২০২৪' এ সম্মানিত হলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দৈনিক কবিতা পত্রিকা 'দৈনিক বজ্রকণ্ঠ'র সম্পাদক ও কবি রাজেশ চন্দ্র দেবনাথ। রাজেশ চন্দ্র দেবনাথের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাংলা একাডেমি আগরতলার সম্পাদক ড. রবীন্দ্র কুমার দত্ত। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট কবি ও লোকগবেষক শিবুরঞ্জন পাটারীকে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন বাংলা একাডেমি আগরতলা সভাপতি ড. ভাস্কর রায় বর্মণ। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছিল আলোচনা, পুরস্কার প্রদান, নৃত্যানুষ্ঠান, কবি সম্মেলন এবং মূকাভিনয়। প্রসঙ্গত, দৈনিক বজ্রকণ্ঠ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ২০১৮-তে। নিরবচ্ছিন্ন ১৮৬৮ টি সংখ্যা প্রকাশ করে রেকর্ড গড়ে পত্রিকাটি। পৃথিবীর একমাত্র দীর্ঘস্থায়ী কবিতা পত্রিকা হিসেবে এরমধ্যেই India book of records এবং Asia book of records এ নাম নথিভুক্ত হয়েছে পত্রিকাটির।

বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ

নিজস্ব সবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন। এবিটিএ ও এবিপিটিএ জলপাইগুড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলা শাসকের কাছে ভোটকর্মী হিসেবে যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপযুক্ত নিরাপত্তা সহ নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া

হয় বৃহস্পতিবার।এদিন সকালে এবিটিএ ও এবিপিটিএর শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা জেলা প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থ হন। মূলত এ বিষয়ে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক বিপ্লব ঝাঁ বলেন, ভোট কর্মী হিসেবে আমরা ভোটকেন্দ্রে যাই কিন্তু আমাদের সঠিক নিরাপত্তা থাকে না। তাই নিরাপত্তার দাবিতে আজকের এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন এবিটিএর জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ সাহা সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

গ্রীষ্মকালীন আমের আনন্দ পান স্লাইসে-নতুন বিজ্ঞাপণে সঙ্গী কিয়ারা আদভানি

শিলিগুড়ি: সম্প্রতি স্লাইস তার নতুন গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞাপণের ক্যাম্পেইন 'রস এমন কি কোনও বশ চলেনা' - লঞ্চ করেছে। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কিয়ারা আদভানিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রচারের লক্ষ্য হল আমের প্রতি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য স্লাইসের অবস্থানকে আরও জোরদার করে তোলা।

বিজ্ঞাপণটি শুরু হয় কিয়ারা আদভানি তার র‍্যাম্পের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে তার মনোযোগ একটি স্লাইস® বোতলের দিকে চলে যায়। অপ্রতিরোধ্য আমের মুগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে, কিয়ারা স্লাইসের অতুলনীয় প্রলোভনে নিজেকে নিমজ্জিত করে। কিয়ারা স্লাইস® এর সাথে ব্যতিক্রমী আমের স্বাদের চিত্তাকর্ষক মুগ্ধতায় লিপ্ত হয়ে ক্রু এবং দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। র‍্যাম্পে একটি শো-স্টপিং মুহূর্তের সমাপ্তি ঘটে যেখানে তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে 'রস এমন কি কোনও বশ চলে না' উক্তিটি উচ্চারণ করেন। স্লাইস®-এর সাথে, এই অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় টিভিসি ভোক্তাদের এমন এক জগতে ডুব দিতে আমন্ত্রণ জানায় যেখানে প্রতিটি চুমুকে আমের আনন্দ। টিভিসি-এর মাধ্যমে, স্লাইস® সত্যিকারের আমের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন ম্যাঙ্গো অ্যাডভেঞ্চারে নিয়ে যেতে চায়। ক্যাম্পেইন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে, পেপসিকো ইন্ডিয়ার স্লাইস এবং ট্রপিকানার অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর পরিচালক অনুজ গোয়াল বলেন, "একটি ব্র্যান্ড হিসাবে, স্লাইস ভারতীয় বাজারে অত্যন্ত মূল্যবান, খাঁটি আমের স্বাদে সবাইকে ভরিয়ে তুলতে আগ্রহী। আমাদের সাম্প্রতিক গ্রীষ্মকালীন প্রচারাভিযান আমের স্বাদ গ্রহণের জন্য স্লাইসকে এক অন্যতম পছন্দ করে তোলে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে নতুন ফিল্মটি আমাদের ভোক্তাদের সাথে গভীরভাবে অনুরণিত হবে, এই মৌসুমে স্লাইস তাদের পছন্দের গ্রীষ্মকালীন পানীয় হয়ে উঠবে।"

রান্নাঘরের নান্দনিকতা বাড়িয়ে তুলতে হায়ার ইন্ডিয়া-এর নতুন পদক্ষেপ

কলকাতা: হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া তার অত্যাধুনিক ভোগ (Vogue) সিরিজ লঞ্চ করেছে, যা কাচের দরজার রেফ্রিজারেটরের একটি রঙিন পরিসর। ব্র্যান্ডটি গ্রাহকদেরকে তাদের রান্নাঘরকে আধুনিকীকরণ করার সুযোগ দিয়েছে বিভিন্ন বিকল্পের সাথে, যার মধ্যে রয়েছে ২টি কনভার্টেবল সাইড-বাই-সাইড দরজা , ৩-টি কনভার্টেবল সাইড-বাই-সাইড দরজা, টপ এবং বটম-মাউন্টেড রেফ্রিজারেটর। ভোগ সিরিজ হায়ার ইন্ডিয়ার বিখ্যাত পারফরম্যান্স এবং নির্ভরযোগ্যতা উপভোগ করার জন্য তার গ্রাহকদের তাদের স্টাইল প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে রেফ্রিজারেশনের বাজারে বিপ্লব ঘটিয়েছে। সিরিজটিতে ব্ল্যাকহোয়াইট, গ্রে অনিক্স, ব্ল্যাক ইয়েলো, ক্রিম পিঙ্ক, ইয়েলো গ্রে, পীচ নানজা, প্যারট গ্রিন, রাসেট গ্রে এবং রোজ ব্লু সহ বিভিন্ন রঙ এবং ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই প্রিমিয়াম রেফ্রিজারেটরগুলি রান্নাঘরের সাজসজ্জা বাড়িয়ে তুলে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এগুলি গ্রাহকদের একটি নিখুঁত পছন্দ। কোম্পানি রেফ্রিজারেটরটিতে একটি ম্যাজিক কনভার্টেবল জোন, ট্রিপল ইনভার্টার এবং ডুয়াল ফ্যান প্রযুক্তি, একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেল এবং ৩৬০° শীতল করার জন্য ডিও ফ্রেশ প্রযুক্তির মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি যোগ করা হয়েছে। হায়ার ইন্ডিয়া তার নতুন সিরিজে ১০ বছরের ওয়ারেন্টি সহ তার কম্প্রেসার এবং ফ্যান মোটরের উপর ২ বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করেছে।

নতুন হায়ার ভোগ সিরিজ লঞ্চ করার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট এনএস সতীশ বলেছেন, "বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় বাজারে হায়ার ইন্ডিয়া গ্রাহকদের জীবনকে উন্নত করতে উদ্ভাবনী সমাধান প্রদান করে আসছে। কোম্পানি ভোগ সিরিজের মাধ্যমে ব্যক্তিগতকরণের উপর ফোকাস করে এবং ডিভাইসগুলির ভিন্ন স্টাইলকে প্রতিফলিত করে, যা গ্রাহকদের জীবনধারা উন্নত করার পাশাপাশি সেগমেন্ট জুড়ে সেরা প্রোডাক্ট প্রদান করার প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।"

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে বাদামের কার্যকারিতা

কলকাতা: "হেলথ ইস ওয়েলথ" প্রবাদটি আমাদের সুস্থতাকে গুরুত্বকে তুলে ধরে, কারণ এটি সরাসরি আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং জীবনের মানকে প্রভাবিত করে। সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য একটি সুষম খাদ্য গ্রহন করা প্রয়োজন, কারণ পুষ্টি আমাদের স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবুজ শাক সবজি, বাদাম, এবং মৌসুমি ফলের মতো খাবার যুক্ত করার তাত্পর্য তুলে ধরে, যা প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর। আমাদের খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিকর বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ, হার্টের স্বাস্থ্য, ত্বকের স্বাস্থ্য এবং ওজন ব্যবস্থাপনা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করতে পারে।

বাদাম সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম, প্রোটিন, রিবোফ্লাভিন এবং জিঙ্ক সহ ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টির সাথে পরিপূর্ণ, বাদাম সামগ্রিক সুস্থতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসাবে কাজ করে। শক্তি এবং পুষ্টির এই পাওয়ারহাউসগুলি তাদের তৃপ্তিকর বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে সঠিক ওজন বজায় রাখে এবং রক্তে শর্করার মাত্রার উপর কার্বোহাইড্রেট খাবারের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বাদামকে অ্যাড করলে অনেক স্বাস্থ্য সুবিধা উপভোগ করা যাবে, যা সামগ্রিক সুস্থতাবজায় রাখতে সহায়তা প্রদান করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে রিতিকা সমাদ্দার, আঞ্চলিক প্রধান - ডায়েটিক্স, ম্যাক্স হেলথ কেয়ার, দিল্লি জানিয়েছেন, "আজকের ব্যস্ত জীবনধারায় আমাদের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি একটি পুষ্টিকর খাদ্য বজায় রাখার বিষয় আসে। আমি দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এক মুঠো বাদাম অ্যাড করার জন্য সমর্থন করি। প্রোটিন, খাদ্যতালিকাগত ফাইবার, স্বাস্থ্যকর চর্বি, ভিটামিন ই এবং বি ২, সেইসাথে ফসফরাস এবং ম্যাগনেসিয়ামের মতো খনিজগুলির মতো অত্যাবশ্যক পুষ্টিতে ভরপুর, বাদাম একটি সুবিধাজনক এবং স্বাস্থ্যকর খাবার হিসাবে কাজ করে।"

শ্রী আশীষকুমার চৌহান-এর ভুয়ো ভিডিও-তে সতর্ক বার্তা জারি

শিলিগুড়ি: এনএসই-এর এমডি ও সিইও শ্রী আশিষকুমার চৌহানের আওয়াজ এবং মুখের অভিব্যক্তি অনুকরণ করতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছু বিনিয়োগ এবং পরামর্শমূলক অডিও এবং ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা হয়েছে, যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রচার হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের এই জাল ভিডিওগুলিতে বিশ্বাস না করার এবং এই জাতীয় মাধ্যমগুলি থেকে কোনও বিনিয়োগ বা পরামর্শগুলি ফলো না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

এনএসই-এর কর্মচারীরা স্টক সুপারিশ বা তাদের মধ্যে লেনদেনের জন্য অনুমোদিত নয়। সংস্থা সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে এই আপত্তিকর ভিডিওগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ করছে। সংস্থার অনুসারে, যে কোনও অফিসিয়াল যোগাযোগ শুধুমাত্র এনএসই-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং এর অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলির মাধ্যমে করা হয়। বিনিয়োগকারীদের এনএসই-এর পক্ষ থেকে পাঠানো যোগাযোগের উৎস এবং বিষয়বস্তু যাচাই করার এবং অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলি চেক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, এনএসই এবং জনসাধারণকে এটি নোট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে নতুন স্টোর লঞ্চ করেছে পেপারফ্রাই

বারাসাত: পেপারফ্রাই, একটি ই-কমার্স আসবাবপত্র এবং গৃহসামগ্রী কোম্পানি, পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতে একটি নতুন স্টোর লঞ্চ করেছে। কোম্পানির লক্ষ্য হল বিশেষ বাজারে প্রবেশ করে ভারতের সকল গ্রাহকদের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা শক্তিশালী করা। কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজের সাথে সহযোগিতায় স্টোরটি কলকাতার বারাসাতের এন/৭, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডাকবাংলো মোড়, যশোর রোড সাউথে অবস্থিত। দোকানটি ৮৫০ স্কোয়ারফিট জুড়ে বিস্তৃত এবং গ্রাহকদেরকে আসবাবপত্র এবং বাড়ির পণ্যগুলির একটি সুবিশাল ক্যাটালগের ফার্স্ট-হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স প্রদান করে। দোকানটি পেপারফ্রাই-এর অভ্যন্তরীণ নকশা পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে বিশেষ নকশা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে। দোকানটির লক্ষ্য বারাসতের সকল বাড়ি ও বসবাসকারী গ্রাহকদের অনন্য চাহিদার জন্য তৈরি একটি পার্সোনালাইজড কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সাথে পার্টনারশীপ করে কোম্পানি বর্তমানে প্রায় ৮-৯ টি ফ্র্যাঞ্চাইজি শুরু করেছে। ২০২১ সালে পেপারফ্রাই অ্যাক্সিলারেটর প্রোগ্রাম-এর অফলাইন ফুটপ্রিন্টকে প্রসারিত করেছে, যা ন্যূনতম ১৫লক্ষের ক্যাপেক্স প্রয়োজনের সাথে একটি ১০০% মূল্যের সমতা মডেল অফার করেছে। লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করে পেপারফ্রাইয়ের চিফ অ্যাক্টিভেশন অফিসার হোসাইন কেসুরি (Hussaine Kesury) বলেন, "কৃষ্ণা এন্টারপ্রাইজের সাথে সহযোগিতা করে বারাসাতে আমরা পেপারফ্রাই-এর একটি নতুন স্টোর লঞ্চকরে আনন্দিত। ফ্র্যাঞ্চাইজির লক্ষ্য হল মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরেও গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো।"

গৃহস্থালির কাজে অংশীদারিত্বের গুরুত্বের ভূমিকা তুলে ধরেছেন অনিল এবং সোনম

শিলিগুড়ি: এরিয়েল ইন্ডিয়া গত নয় বছর ধরে পুরুষদেরকে গৃহস্থালির কাজগুলো সমানভাবে ভাগ করার আহ্বান জানিয়ে #ShareTheLoad প্রচারণার প্রচার করছে। ২০১৫ সাল থেকে, পুরুষদের মধ্যে ৭৯% শতাংশই বিশ্বাস করত যে গৃহস্থালির কাজগুলি কেবলমাত্র মহিলাদেরই তা বর্তমানে ২৫% শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এরিয়েলের নতুন টিভিসিটি 'HomeTeams #ShareTheLoad,' পরিবারের কাজগুলিকে একে ওপরের সাথে মিলেমিশে সমান দায়িত্বের সাথে সম্পন্ন করার প্রতি ফোকাস করেছে। প্রচারাভিযানটি আয়েশার গল্পের মাধ্যমে পুরুষদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যিনি একজন পেশাদার হয়েও তার কর্মজীবন এবং বাড়ির দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় রাখে। এই প্রচারাভিযান লঞ্চ ইভেন্টে বলিউডের আইকন অনিল কাপুর, সোনম কাপুর, পিএন্ডজি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার মুক্তা মহেশ্বরী এবং বিবিডিও ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার জোসি পল উপস্থিত ছিলেন। প্যানেলিস্টরা অংশীদারিত্ব এবং সমান গৃহস্থালির কাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সোনম কাপুরের স্বামী আনন্দ আহুজা, সোনম অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সময় সক্রিয়ভাবে পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে প্রকৃত অংশীদারিত্বের উদাহরণ দিয়েছেন। পিএন্ডজি ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার, মুক্তা মহেশ্বরী, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং পরিবারের মধ্যে সমতার জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরির লক্ষ্যে একটি প্রচারাভিযান শুরু করার ঘোষণা করেছেন। #ShareTheLoad নামক এই ক্যাম্পেইনটির লক্ষ্য একটি এমন পরিবার তৈরি করা যেখানে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই শারীরিক এবং মানসিক দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে।

ভারতে ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে কোন (KONE)

কলকাতা: কোন (KONE) কর্পোরেশনের একটি সহযোগী সংস্থা কোন (KONE) এলেভেটরস ইন্ডিয়া, ভারতে তার ৪০ তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। কোম্পানি ১৯৮৪ সাল থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্ভাবনী সমাধান প্রদান করে শহুরে ল্যান্ডস্কেপে তার উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে।

বিগত চার দশক ধরে কোন (KONE) তার অভিনব লিফট এবং এস্কেলেটর-এর সাহায্যে ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোম্পানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে তৈরী কোন ডিএক্স (KONE DX) ক্লাস লিফটের মত কোন আল্ট্রারোপ (KONE UltraRope®) প্রযুক্তি এবং কোন ডিএক্স ক্লাস (KONE DX class) লিফটের মতো উদ্ভাবনী প্রোডাক্টগুলির সাথে নিরাপত্তা, দক্ষতা এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে নতুন মান নির্ধারণ করেছে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে কোম্পানি তাদের উল্লম্ব পরিবহনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশ্যালি করেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোন (KONE)-এর গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট এবং সিইও ফিলিপ ডেলোরমে বলেন, "কোন (KONE) শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে ভারতে তার ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে। কোম্পানির লক্ষ্য হল স্মার্ট শহরগুলিতে উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের দ্বারা গ্রাহক ও সম্প্রদায়ের জীবনকে উন্নত করা।"

আধুনিক আপডেটের সাথে নতুন মডেল লঞ্চ করেছে ইয়ামাহা

কলকাতা: ইন্ডিয়া ইয়ামাহা মোটর (IYM) 'দ্য কল অফ দ্য ব্লু' ব্র্যান্ড প্রচারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমটি-১৫ ভি২, ফ্যাসিনো এবং রে জেডআর (Ray ZR)-এর পোর্টফোলিওতে আপডেট করে নতুন মডেল লঞ্চ করেছে। কোম্পানি আকর্ষণীয় সাইবার গ্রিনকালার বিকল্প, সায়ান স্টর্ম ডিএলএক্স কালার স্কিমে অসাধারণ গ্রাফিকাল এনহ্যান্সমেন্টস এবং এমটি-১৫ ভি২ ডিএলএক্স মডেলে হ্যাজার্ড ফাংশন লঞ্চ করেছে। এই সেগমেন্টগুলিতে ডার্ক ম্যাট ব্লু, মেটালিক ব্ল্যাক, আইস ফ্লুও ভারমিলিয়ন, রেসিং ব্লু এবং মেটালিক ব্ল্যাকের মতো বিদ্যমান পছন্দগুলি উপলব্ধ থাকবে, গ্রাহকরা এই বিস্তৃত বিকল্প অনুসারে নিজেদের পছন্দ বাছাই করতে পারবে। এমটি-১৫ ভি২একটি শক্তিশালী ১৫৫সিসি লিকুইড-কুলড ৪-ভালভ ইঞ্জিন সহ একটি গতিশীল স্ট্রিট ফাইটার মোটরসাইকেল যা একটি রোমাঞ্চকর রাইডের জন্য যথেষ্ট শক্তি এবং টর্ক সরবরাহ করে। উচ্চতর হ্যান্ডলিং এবং পারফরম্যান্সের জন্য এটি ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস, আপসাইড ডাউন ফ্রন্ট ফর্কস, অ্যালুমিনিয়াম সুইংআর্ম এবং ভেরিয়েবল ভালভ অ্যাকচুয়েশন (VVA) এর মতো উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সজ্জিত। সায়ান ব্লু, ম্যাট কপার, সিলভার এবং মেটালিক হোয়াইট সহ ডিস্ক এবং ড্রাম ভেরিয়েন্টের জন্য ফ্যাসিনো ১২৫ ফাই হাইব্রিড লাইনআপটি নতুন রঙের সাথে আপডেট করা হয়েছে। বিদ্যমান বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ডার্ক ম্যাট ব্লু, কুল ব্লু মেটালিক এবং ভিভিড রেড। ফ্যাসিনোতে ড্রাম ভেরিয়েন্টে এখন একটি ধাতব কালো শেড রয়েছে। ইয়ামাহা-এর রে জেডআর ১২৫ ফাই হাইব্রিড মডেলে এখন ডিস্ক এবং ড্রাম ভেরিয়েন্টের জন্য সায়ান ব্লু রং যোগ করা হয়েছে, এছাড়াও মেটালিক ব্ল্যাক, ম্যাট রেড, রেসিং ব্লু এবং ডার্ক ম্যাট ব্লু রঙগুলি উপলব্ধ রয়েছে। স্ট্রিট র‍্যালি ভেরিয়েন্টটি ম্যাট কপার, ম্যাট ব্ল্যাক এবং লাইট গ্রে ভারমিলিয়নের সাথে তার স্বতন্ত্র আবেদন তুলে ধরেছে। এই আপডেটগুলি ভারতীয় ইয়ামাহা মোটরের উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতিকে নির্দেশ করে, যার লক্ষ্য তরুণ জেনজেড (GenZ) গ্রাহকদের মুগ্ধকরার পাশাপাশি সারা দেশে রাইডারদের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদের চাহিদা পূরণ করা।

বার্ষিক টার্নওভারে রেকর্ড গড়ল মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস জুয়েলারি গ্রুপ

আগরতলা: মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম জুয়েলারি গ্রুপ এবং বিলাসবহুল প্রোডাক্টের ডেলয়েটের গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং-এ ১৯তম র‍্যাঙ্কিং ব্র্যান্ড, গত আর্থিক বছরে ভারতীয় টাকা অনুযায়ী ৫১,২১৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাপী টার্নওভারের সাথে একটি মাইলফলক অর্জন ঘোষণা করেছে। এই অসাধারণ বৃদ্ধি মালাবার গোল্ড এন্ড ডায়মন্ডস এর বিশ্বব্যাপী একটি বিশ্বস্ত জুয়েলারি ব্র্যান্ড হিসাবে দ্রুত অগ্রগতির উপর জোর দেয়।

বর্তমানে, মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস ১৩টি দেশে ৩৪৫টি স্টোর রয়েছে। এছাড়া নিউজিল্যান্ড, মিশর, বাংলাদেশ এবং ইউরোপের আরও অনেক জায়গায় ও ভারতে ঝাড়খণ্ড, গোয়া, আসাম, ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিতে নতুন স্টোর খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতের বাইরে, সংস্থাটির বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, সৌদি আরব, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়াতে স্টোর রয়েছে। ব্র্যান্ডটির লক্ষ্য ৭,০০০ কর্মী নিয়োগ করে কর্মীদের সংখ্যা ২৮,০০০-এ পৌঁছানো। মালাবার গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের নিজস্ব অত্যাধুনিক ডিজাইন স্টুডিও, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ রয়েছে। কোম্পানিটি আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং, ডেলয়েট, অ্যাকসেঞ্চার এবং আইবিএম-এর মতো বিশ্বব্যাপী খ্যাতিমান পরামর্শদাতা সংস্থাগুলির পরিষেবাগুলি লাভ করে। কোম্পানিটি ৮টি দেশে ১৪টি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং ৫টি দেশে ১৫টি জুয়েলারি উত্পাদন ইউনিট পরিচালনা করে, ডিজাইন স্টুডিওগুলি ২৫টিরও বেশি এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডের সংগ্রহ প্রদর্শন করে। বিশ্বব্যাপী গহনা সেক্টরে শ্রেষ্ঠত্বের একটি বৈশিষ্ট্য, যা 'মেক ইন ইন্ডিয়া, মার্কেট টু দ্য ওয়ার্ল্ড' মিশন দ্বারা পরিচালিত। কোম্পানির সাফল্য সম্পর্কে এমপি আহমেদ, মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, "একজন দায়িত্বশীল জুয়েলারি হিসেবে আমাদের অবস্থান ধরে রাখা আমাদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। আমরা দায়িত্বশীলভাবে খননকৃত সামগ্রীর সোর্সিং এবং আমরা যে সম্প্রদায়গুলিকে পরিবেশন করি তাদের ইতিবাচকভাবে অবদান রাখার জন্য আমরা নিবেদিত রয়েছি।"

সার্জারি ছাড়াই অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম রোগের সমাধান

কলকাতা: পরিসংখ্যান অনুসারে অর্টিক অ্যানিউরিজম সাধারণ আর্টারিয়াল কন্ডিশনে একটি উল্লেখযোগ্য জনস্বাস্থ্যের উদ্বেগের কারণ, যেখানে ফেটে যাওয়া অর্টিক অ্যানিউরিজমের মৃত্যুহার ৮০% থেকে ৯০% পর্যন্ত। সময়মত রোগ নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডক্টর কৌশিক মুখার্জি এবং ডাঃ শুভব্রত ব্যানার্জী বিশেষ করে ৬৫ থেকে ৭৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন যারা ধূমপান বেশি করেন। ন্যূনতম আক্রমণাত্মক এন্ডোভাসকুলার সার্জারি অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজমের চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মহাধমনীর মধ্যে একটি প্রসারণযোগ্য স্টেন্ট গ্রাফ্ট তৈরি করা, সরাসরি সার্জারি ছাড়াই কার্যকরভাবে রোগের চিকিত্সা করা। এ বিষয়ে ডাঃ কৌশিক মুখার্জি এইচওডি-কার্ডিও থোরাসিক এবং ভাস্কুলার সার্জারি, এএমআরআই হাসপাতাল, ঢাকুরিয়া, জানিয়েছেন, "অ্যাওরটিক ডিসেকশনের মধ্যে রক্তনালীর সবচেয়ে ভিতরের স্তর থেকে রক্ত বের হয়ে যাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে, যখন অ্যানিউরিজম হল এমন একটি কন্ডিশন যেখানে ধমনীর প্রাচীর দুর্বল হয়ে যায়, যার ফলে সংলগ্ন সুস্থ মহাধমনীর ৫০% এর বেশি স্থায়ী স্ফীত হয়।"

উন্নত ফিচারযুক্ত অ্যাথার এনার্জি-এর রিজটা এডিশন লঞ্চ

শিলিগুড়ি: ভারতের ইলেকট্রিক স্কুটার তৈরির কোম্পানি অ্যাথার এনার্জি বেঙ্গালুরুতে অ্যাথার কমিউনিটি দিবসের দ্বিতীয় এডিশন তাদের ফ্যামিলি স্কুটার, রিজটা লঞ্চ করেছে। পুরো পরিবারের জন্য উপযুক্ত স্কুটার হিসাবে নির্মিত রিজটা আরাম, সুবিধা এবং সুরক্ষায় বিশেষ ভুমিকা পালন করবে। ড্যাশবোর্ডে স্কিড কন্ট্রোল এবং হোয়াটসঅ্যাপের মতো ফিচার সহ রাইডিং অভিজ্ঞতাকে উন্নত করার লক্ষ্যে এটি বেশ কয়েকটি নতুন কানেক্টেড ফিচারের সাথে তৈরি করা হয়েছে। নতুন এডিশন রিজটা স্কুটারের দাম শুরু হচ্ছে ১,০৯,৯৯৯ (এক্স-শোরুম বেঙ্গালুরু) টাকা থেকে। রিজটা জেড-এ দুটি মডেল এবং তিনটি ভেরিয়েন্ট থাকবে – রিজটা এস এবং রিজটা জেড যাতে রয়েছে ২.৯ কেডাবলুএইচ ব্যাটারি এছাড়াও ৩.৭ কেডাবলুএইচ ব্যাটারির সঙ্গে এসেছে টপ-এন্ড মডেল রিজটা জেড। ২.৯ কেডাবলুএইচ ভেরিয়েন্ট গুলি ১২৩ কিলোমিটারের প্রেডিক্টেড আইডিসি রেঞ্জ সরবরাহ করবে এবং ৩.৭ কেডাবলুএইচ ভেরিয়েন্টটি ১৬০ কিলোমিটার যাওয়ার সুযোগ প্রদান করবে। অ্যাথার-এর রিজটা এস ৩টি মনোটোন রঙে পাওয়া যাবে অন্যদিকে রিজটা জেড ৭টি রঙে পাওয়া যাবে যার মধ্যে ৩ টি মনোটোন এবং ৪ টি ডুয়াল টোন। এই বিষয়ে অ্যাথার এনার্জির কো-ফাউন্ডার ও সিইও, তরুন মেহতা, জানিয়েছেন, "আমরা আমাদের পারফরম্যান্স স্কুটার ৪৫০ সিরিজের সঙ্গে টু-হুইলার মার্কেটে প্রবেশ করেছিলাম। রিজটা ভারতীয় পরিবারগুলির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্যান্য চিরাচরিত স্কুটারের থেকে রিজটা নিজের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে। এই স্কুটারটি অ্যাথার এর উন্নত গুণমান, বিশ্বস্ততা এবং সুরক্ষার মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে"।

কেবিসি গ্লোবাল লিমিটেড-এর নতুন পরিকল্পনা

কলকাতা: কেবিসি গ্লোবাল লিমিটেড (পূর্বে কারদা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড নামে পরিচিত), নির্মাণ এবং রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন সেক্টরে বিশিষ্ট প্লেয়ার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় মার্কেটে সম্প্রসারণের জন্য তার স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার ঘোষণা করেছে। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, কোম্পানিটি রিয়েল এস্টেট শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, ভারতের নাসিকে রেসিডেন্সিয়াল এন্ড রেসিডেন্সিয়াল-কাম-অফিস প্রকল্পগুলির বিকাশ এবং বিক্রয়ে বিশেষীকরণ করেছে। কোম্পানিটি প্রধানত দুটি বিভাগে কাজ করে: রেসিডেন্সিয়াল ও কমার্শিয়াল প্রকল্পের নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং চুক্তিভিত্তিক প্রকল্প। কোম্পানির উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে হরি গোকুলধাম, হরি নক্ষত্র-এল ইস্টেক্সট টাউনশিপ, হরি সংস্কৃতি, হরি সিদ্ধি এবং হরি সমর্থ। কোম্পানির বৃদ্ধির গতিপথ সম্পর্কে কেবিসি গ্লোবাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী নরেশ কারদা জানিয়েছেন, "আমাদের এই উদ্যোগ, প্রকল্পগুলির উন্নত পোর্টফোলিও এবং সম্প্রসারণের উপর একটি স্পষ্ট ফোকাস, কার্দা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড বিশ্বব্যাপী রিয়েল এস্টেট ল্যান্ডস্কেপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হিসাবে আবির্ভূত হতে প্রস্তুত।"

ফ্লিপকার্ট-এর সাথে আনন্দ নিন ভ্রমণের

কলকাতা: ফ্লিপকার্ট, ভারতের ডিজিটাল ই-কমার্স প্লাটফর্ম, তার অ্যাপে বাস বুকিং পরিষেবা লঞ্চ করেছে, যা গ্রাহকদের ভারত জুড়ে ১০ লক্ষেরও বেশি বাস সংযোগে অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেবে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন এবং ব্যক্তিগত সমষ্টিকারীদের সহযোগিতায় এই পরিষেবাটি ফ্লিপকার্ট ট্র্যাভেল ব্যানারের অধীনে ফ্লাইট এবং হোটেল বুকিং পরিষেবাও অন্তর্ভুক্ত করবে। এই অভিনব লঞ্চের লক্ষ্য ভ্রমণকারীদের চাহিদা মেটানো এবং প্রতিযোগিতামূলক ভ্রমণের ল্যান্ডস্কেপে বিপ্লব ঘটানো। ফ্লিপকার্ট-এর বাস বুকিং পরিষেবার মধ্যে রয়েছে দুর্দান্ত ডিলের জন্য সুপারকয়েন রিডেম্পশন এবং একটি ২৪/৭ ভয়েস হেল্পলাইন। ২০২৪-এর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিটি বাস বুকিংয়ের জন্য গ্রাহকরা ১৫% ছাড় এবং সুপারকয়েন-এ ৫% অতিরিক্ত ডিসকাউন্ট উপভোগ করতে পারবেন। এই নতুন বিকাশের বিষয়ে মন্তব্য করে, ফ্লিপকার্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অজয় বীর যাদব বলেছেন, "ফ্লিপকার্ট তার পরিষেবাগুলিতে বাস বুকিং যোগ করেছে, যা ভ্রমণের অথবা যেকোন যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। এই পদক্ষেপটি গ্রাহকদের দেশ ভ্রমণের জন্য সুবিধাজনক এবং নির্ভরযোগ্য সমাধান প্রদান করেছে।"

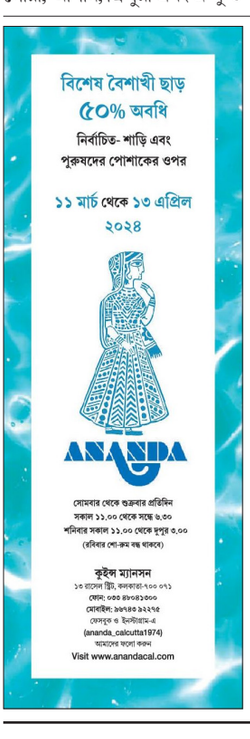

দুর্গাপুরে ডিসপ্লে সেন্টার উদ্বোধন করেছে গ্রীনলাম ইন্ডাস্ট্রিজ

দুর্গাপুর: সারফেসিং সলিউশনে বিশ্বের শীর্ষ ৩ নির্মাতাদের মধ্যে একটি গ্রীনলাম ইন্ডাস্ট্রিজ, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের স্বাতী পলিগ্রানাইট সিটি সেন্টারে তার ডিসপ্লে সেন্টার উদ্বোধন করেছে। ডিসপ্লেতে মিকাসা ফ্লোরস এবং ডেকোউড ভেনিয়ার্স-এর এক্সক্লুসিভ রেঞ্জ থাকবে, যা এই বিভাগে বৈচিত্র্যময় প্রোডাক্টের কালেকশন অফার করবে, যা এই শহরের প্রথম স্টোর। গ্রীনলাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বছরের পর বছর ধরে প্রতিটি কাজের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি যুক্ত করে সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতার নিছক টুকরোতে পরিণত করে স্থানগুলিকে সুন্দর করে তুলেছে। ১০০ টিরও বেশি দেশে প্রোডাক্ট সারফেসিংয়ে একটি নাম হিসাবে বিবেচিত, গ্রীনলাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তার পথনির্দেশক দর্শন, যা ইনোভেটিভ টেকনোলজি এবং ক্রিয়েটিভ সমাধান নিয়ে প্রস্তুত। ডেকোউড ভেনিয়ার্স, টিডি টেকনোলজির মতো ইনোভেটিভ টেকনোলজি সহ ২০০ টিরও বেশি প্রজাতির উডের কাঠের কালেকশন অফার করে। অন্যদিকে, মিকাসা ফ্লোরস কাঠের মেঝেগুলির একটি বিস্তৃত নির্বাচন অফার করে, এতে প্রজাতি, রঙ এবং টেক্সচারের একটি সিম্ফনি রয়েছে যা প্রকৃত কাঠের খাঁটি সৌন্দর্য প্রদান করে, কোনো ত্রুটি ছাড়াই। শোরুমটি উদ্বোধন করেছেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার শ্রী নির্মললয় ঘোষ এবং মিস্টার সুভাষ আর্কিটেক্ট, কন্ট্রাক্টর এবং দুর্গাপুরের প্রাচীনতম ডিলার। লঞ্চের বিষয়ে এম পি রাজা প্রসাদ, কান্ট্রি সেলস হেড, ডেকোরেটিভ উড অ্যান্ড অ্যালাইড গ্রীনলাম ইন্ডাস্ট্রিজ জানিয়েছেন, "দুর্গাপুর শহরে আমাদের এক্সক্লুসিভ ডিসপ্লে সেন্টার নিয়ে আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই ডিসপ্লে সেন্টারগুলি আমাদের মিকাসা ফ্লোরস এবং ডেকোউড ভেনিয়ার্স রেঞ্জের একটি হ্যান্ডস-অন অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আমরা সচেতনভাবে এমন ডিজাইন প্রবর্তনের মাধ্যমে একটি অনন্য পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেছে নিয়েছি যা গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে।"

উদয়নের কনভয়ে হামলায় গ্রেফতার বিজেপির ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের কনভয়ে হামলার অভিযোগে ৫ বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ৩১ রবিবার রাতে কোচবিহারের ঘুঘুমারি থেকে ওই বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। তা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। ১ এপ্রিল সোমবার শীতলকুচিতে জনসভার এক মঞ্চ থেকে উদয়ন গুহ ও পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং নিশীথ প্রামাণিক। নিশীথ দাবি করতেন, তিনি যেখানে কর্মসূচি করছেন সেখানেই উদয়ন গুহ লোকজন নিয়ে গিয়ে গন্ডগোল তৈরির চেষ্টা করছে। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "উদয়ন গুহ কত বড়ো গুন্ডা তা আমরাও দেখব।" উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য বলেন, "কিভাবে আমার গাড়ির উপরে হামলা হয়েছে তা সমস্ত মানুষ দেখেছেন। মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। মানুষ এর জবাব দেবে।" কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে। পক্ষপাতের কোনও বিষয় নেই।"

রবিবার সাড়ে সাতটা নাগাদ দুই মন্ত্রী বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক এবং তৃণমূলের উদয়ন গুহের উপস্থিতিতে ঘুঘুমারি বাজারে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সেখানে নিশীথের নেতৃত্বে বিজেপির একটি মিছিল চলছিল। সেই সময় উদয়ন গুহের কনভয় যাচ্ছিল সে পথে। সেখানে উদয়নের গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। দুইপক্ষের সংঘর্ষে আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করে মানুষ। ওই ঘটনায় নিশীথ সহ ৫০ জনের নামে কোতয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূলের এক কর্মী। তাতে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মীর নাম রয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অঞ্চলে অঞ্চলে মিছিল করে রাজ্যের শাসক দল। তৃণমূলের দাবি, গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে বিজেপি। প্রত্যেক অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি করে তৃণমূল। ঘটনার একদিন পরে বিজেপির পক্ষ থেকেও উদয়ন গুহ সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা-কর্মীর নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। কোচবিহার জেলার সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "আমাদের মিছিলে হামলা করল তৃণমূল। আবার আমাদের নামেই মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে গ্রেফতার করা হল। পুলিশের এখন এটাই কাজ। আমাদের কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আমরা অভিযোগ করেছি।" এদিকে, ওই ঘটনার জেরে দিনহাটার একাধিক জায়গায় দুইপক্ষের মধ্যে গন্ডগোল হয়। ওইদিন রাতে দিনহাটা-২ ব্লকের বাসন্তীরহাটে বিজেপি নেতা প্রভাত বর্মণের বাড়ি ভাঙচুর ও লুঠের অভিযোগ ওঠে। দিনহাটা শহরের স্টেশন রোডে যুব তৃণমূল নেতা মনোজ দে-র বাড়িতেও গভীর রাতে বোমাবাজি করা হয়। এই ঘটনায় মনোজ দিনহাটা থানায় আটজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায়, মহিলা মোর্চার নেত্রী সাবানা খাতুনের বাড়িতেও ওই রাতে বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে।

ঝড়ে গৃহহীন মানুষের পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী-শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পাঁচ মিনিটের ঝড়ে তছনছ হয়ে গেল একের পর এক গ্রাম। ৩১ মার্চ রবিবার বিকেলে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ওই ঝড় হয়। ঝড়ে সবথেকে ক্ষতির মুখে পড়ে জলপাইগুড়ি। একাধিক গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বহু মানুষ জখম হন। চারজনের মৃত্যু হয়। কোচবিহারেও মরিচবাড়ি ও মাথাভাঙার কাউয়ারডেরা গ্রাম বড় ক্ষতির মুখে পড়েন। তিন জেলায় শতাধিক মানুষ জখম হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার বাড়ির ক্ষতি হয়। ওইদিন রাতেই ঝড় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের দিন তিনি আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। প্রত্যেকের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। সোমবার জলপাইগুড়ির ঝড় বিধ্বস্ত গ্রামে যান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঝড়ে কোচবিহারের মাথাভাঙা, সিতাই এবং মরিচবাড়ি এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। মরিচবাড়ি অলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি। সেখানে পাঁচটি বুথে শতাধিক বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সেখান থেকেই কয়েকজন আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এদিন ওই এলাকায় গিয়েছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা এবং কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মহকুমাশাসক বলেন, "ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আমরা আছি। প্রত্যেককে প্লাস্টিক দেওয়া হয়েছে। খাবারও দেওয়া হয়েছে।" ওই এলাকায় শাসক-বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও গিয়েছিলেন। তার থেকেও বেশি ক্ষতি হয়েছে মাথাভাঙার বড় কাউয়ারডেরা এলাকায়। সেখানে প্রচুর বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ে। ওই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব বর্মণ বলেন, "ঝড়ে তিনটি ঘরই ভেঙে পড়েছে। এখন পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নিচে রয়েছি। ঘরের আসবাব থেকে জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে।" ওই এলাকায় গিয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আমি ওই এলাকায় গিয়েছি। মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি।" প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেখানেও মানুষকে অস্থায়ী ভাবে থাকার জন্যে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। এছাড়া খিচুড়ি ও শুকনো খাবারও বিলি করা হয়। ঝড়ে ভুট্টা গাছের ক্ষতি হয়।

জেলায় জেলায় তাপমাত্রা বাড়তে পারে, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

নিজস্ব সংবাদদাতা: দক্ষিণবঙ্গে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমল। উত্তরে বৃষ্টি বেশি, দক্ষিণে কম। কার্যত ঈদের দিন কলকাতায় নেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার দাপট বঙ্গে। ১৪ এপ্রিল অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের মধ্যে পশ্চিমের জেলায় ৩-৫ ডিগ্রি এবং গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে চলেছে দিনের তাপমাত্রা। এমনটাই বলছে আবহাওয়া দফতর। পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় আগামী দু'দিনে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বাতাসে কমবে জলীয়বাষ্প। শুষ্ক আবহাওয়ার দাপটও বাড়বে। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও দক্ষিণের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। ১০ এপ্রিল পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টির খুব সামান্য সম্ভাবনা। বাকি সব জেলাতেই গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েকদিন দার্জিলিং কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঈদের দিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ও ঝড়ের পরিমাণ বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাগুলিতে এবং সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। কলকাতায় কাল রাতের তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি। কাল দিনের তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি। আজ বেলায় তা বেড়ে ৩৬ ডিগ্রি ছড়িয়ে যেতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ দিনে ৮৪ শতাংশ এবং রাতে ৩৫ শতাংশ।

শিলিগুড়িতে স্কুল পরিদর্শনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: প্রাথমিক স্কুল পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান বিচার করতে বেশ ক'দিন ধরে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ডঃ গৌতম পাল ঘুরে বেরাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। সোমবার শিলিগুড়িতে শিক্ষা জেলার স্কুলগুলিতে ঘুরে ঘুরে দেখলেন তাদের পরিস্থিতি ও শিক্ষার পরিকাঠামো। এইদিন নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক বিভূতিভূষণ রায় সহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার ও এআইঅফ স্কুল বিনিতা গজমেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পর্ষদ সভাপতি ডঃ গৌতম পাল ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি স্কুলের ক্লাস রুম থেকে মিড-ডে মিল সব ঘুরে বেরালেন।

পরিশেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এই পরিদর্শন সম্পর্কে জানান, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এর মান আরো কিভাবে বাড়ানো যায় তাঁর প্রচেষ্টা করে চলেছেন তারা। কিছু খামতির কথা জানিয়ে আরো উন্নত করতে হবে শিক্ষার মান এমনটাই জানালেন।

বিজেপি প্রার্থী দেবাশিসকে আক্রমণ পার্থপ্রতিমের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বীরভূমের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধরের বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। ১০ এপ্রিল বুধবার কোচবিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন শীতলকুচি গুলিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণ করে তৃণমূল। সেই অনুষ্ঠান থেকে সরব হয় পার্থপ্রতিম। ২০২১ সালে শীতলকুচি থেকে শাসক দলের প্রার্থী হয়েছিলেন পার্থপ্রতিম। সেই সময় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে কোচবিহারের পুলিশ সুপার ছিলেন দেবাশীষ। সে কথা উল্লেখ করে পার্থপ্রতিম ফেসবুকে লিখেছেন, "বিধানসভা ভোটে শীতলকুচি গুলিকান্ডের নেপথ্য কারিগর তৎকালীন নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিযুক্ত কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দেবাশিস ধর এবার বীরভূম লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী। এই গুলিকান্ড যে পরিকল্পিত ও বৃহৎ ষড়যন্ত্র তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের বিশ্বাস দোষীরা শাস্তি পাবেই আর শহিদের আত্মা শান্তি পাবেই পাবে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে পার্থপ্রতিমের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলেন, "তৃণমূল দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনার পর মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। সে সব বুঝতে পেরেই কিছু বিভ্রান্তিকর কথা বলার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমরা এর আগে বলতে শুনেছি। মানুষ সব জানেন। তার উত্তরও দেবেন।"

২০২১ সালের ১০ এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচনের দিন সরগরম হয়ে উঠেছিল শীতলকুচির জোরপাটকির ১২৬ নম্বর বুথ। সিআইএসএফের গুলিতে ওই বুথে চার যুবক নিহত হয়। ওইদিনই আবার অল্প কিছু সময়ের ফারাকে পাঠানটুলি গ্রামে মৃত্যু হয় আরও এক যুবকের। তা নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছিল গোটা রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে এসেছিলেন মাথাভাঙায়। তা নিয়ে মামলা ও পাল্টা মামলা হয়। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। এবারেও লোকসভা নির্বাচনের মুখে কোচবিহারে ওই ঘটনা নিয়ে জোর প্রচার শুরু করে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত কোচবিহারে দুটি সভা করেছেন। দুটি সভাতেই তিনি শীতলকুচি কাণ্ড নিয়ে সরব হয়েছেন। ১২৬ নম্বর বুথে আমতলি স্কুলের মাঠে নিহতদের স্মৃতিতে একটি 'শহিদ বেদি' তৈরি করে তৃণমূল। গঠন করা হয় 'শহিদ বেদি স্মৃতি রক্ষা কমিটি'। এদিন সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা।

জলপাইগুড়িতে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বৈঠক করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচনী বৈঠকে বসলেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক। আগামী ১৯শে এপ্রিল জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের আসনে নির্বাচন হতে চলেছে। তাঁর আগে সবদিক খতিয়ে দেখতে বিশেষ এই বৈঠক করা হচ্ছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা গেছে। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করতে বুধবার জলপাইগুড়িতে আসেন রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল শর্মা। বুধবার জলপাইগুড়ির পূর্ত দপ্তরের বাংলোতে জলপাইগুড়ি লোকসভার তিনজন পর্যবেক্ষক, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96